এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন সিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিক্ষণে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ ভিনরাজ্যে রক্ত-প্লাজমা পাচার ঠেকাতে কড়া নিয়ম

সই জাল মামলায় সিআইডি রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট ৩

কলকাতা ১৮ অগস্ট ২০২৬ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.08.2026, Vol. 20 Issue No. 68, 8 Pages, Price 3.00

অন্নপূর্ণায় উপভোক্তা ১.৪৫ কোটি

খারিজ ১৭ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ছাড়তে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ভাবে ১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবান্ন থেকে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারাও। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা অনলাইন মাধ্যমে ফের আবেদন করতে পারবেন।

মানবাজার থেকে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'আগের সরকার ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫০০ টাকা করে দিত। ৯ মাস লাগিয়েছিল। পুরুষরাও লক্ষ্মীর ভান্ডার পেত। মৃত লোকেরাও পেত। আপনি তো চান না সরকারি টাকা এ ভাবে নয়ছয় হোক। তাই ঝাড়াইবাছাই করতে আমাদের সময় লেগেছে। ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে আজ আমরা ৩০০০ টাকা করে দিয়ে দিয়েছি। এই কাজ শেষ করার পর আবার জনকল্যাণ শিবির করব। এর আগে জনকল্যাণ শিবিরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, দিব্যাঙ্গ ভাতায় প্রত্যেকের আবেদন পূরণ করার চেষ্টা করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার, ২০ অগস্টের মধ্যে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকে যাবে। দেওয়া হচ্ছে মোট ৪৩৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক ভাবে ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদন যাচাই করা হয়েছে। সেখান থেকে ১৭ লক্ষ বাতিলের পর সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। তবে ১০ জুলাই পর্যন্ত আরও আবেদন জমা পড়েছিল। ওই সময়ের মধ্যে মোট আবেদনের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। বাকিদের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

নবান্ন জানিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধার কার্ডের নম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে আবেদন বাতিল হয়েছে। ১৭ লক্ষের মধ্যে অন্তত ১০ লক্ষ আবেদন এই কারণে বাতিল করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া, সরকারি কর্মচারী হওয়ায় বা আয়কর দেওয়ায় কিছু আবেদন বাতিল হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনায় যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নথি যাচাই চলছে। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তাঁরা তার পর টাকা পাবেন।

যাঁদের নাম প্রকল্প থেকে বাদ পড়ল, তাঁরা পরে ফের আবেদনের সুযোগ পাবেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট পোর্টালে সোশ্যাল রেজিস্টার নামে যে অপশন রয়েছে, সেখানে গিয়ে ফের আবেদন করা যাবে। জেলাশাসক স্তরে সেই আবেদন ফের যাচাই হবে। তখন কোনও ত্রুটি না থাকলে ওই আবেদনকারী অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন।

অবিরাম বৃষ্টিতে জলের তলায় কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা। অগত্যা ভ্যানে চেপেই যাতায়াত। ছবি: অদিতি সাহা

'শিল্পে ভরিয়ে দেব', প্রত্যয়ী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: 'যারা পেটের টানে বাইরে গিয়েছে, আপনারা ফিরে আসুন, প্রচুর শিল্পে ভরিয়ে দেব।' পুরুলিয়ার মানবাজারের মাধবপুর ময়দানে জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, ঐতিহ্যবাসী মনসা পুজো উপলক্ষে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় মঙ্গলবার পূর্ণ ছুটি ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মনসা পুজোর প্রাক্কালে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বিগত সরকার যা করেনি আমরা তাই করতে চলেছি। আগামীকাল পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় সরকারি ছুটি থাকবে।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘ দিনের যোগ্য দাবি ছিল। ৮০ বছর পার করলো পুরুলিয়ার জলের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা ধীরে ধীরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানের জলকষ্ট দূর করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। মোদী সরকার ২৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল। দুর্নীতি হয়েছে। জল পৌঁছায়নি। নল আছে, জল নেই। এইরকম অবস্থা রয়েছে বলে জল জীবন মিশনের সুফল দিতে পারিনি। ৩৯ হাজার কোটি টাকার জল জীবন মিশনে কার্যকর হবে। প্রত্যেক বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন পূরণ করব।' বর্তমান সরকারের কাজ তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিএসএফকে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। জনগণের কাজ শুরু করেছি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করেছি। অবৈধ ভাবে যাদের ওবিসি করা হয়েছিল, তাদের ওবিসি বাতিল করেছি। এবার দেখবেন কিভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হয়।' চাকরিতে নিয়োগ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৩১ মার্চ ২০২৭ এর মধ্যে শিক্ষক ও পুলিশ মিলিয়ে ১ লক্ষ স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হবে। পচা আটা বন্ধ করেছি। ভালো গম পাবেন, তার ব্যবস্থা করেছি। আয়ুষ্মান ভারত চালু করেছি। আইসিডিএস এবং প্রবীণ নাগরিকরা ভারতবর্ষের ৩৮ হাজার হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারতে চিকিৎসা পাবেন। যারা আয়ুষ্মান ভারতে আসতে পারেননি, তাদের ভারতের বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকাতে আরও ৮০ লক্ষ পরিবারকে যুক্ত করতে চলেছি।'

ছবি: অদিতি সাহা

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

■ দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা বাম আমলে অধিগ্রহণ করা জমিতেই রাজ্যের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগেটেড অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাপস রায়, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার এবং পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং পূর্ত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নাদিয়ার চাঁদ বাউরি।

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

তারাপীঠে জতুগৃহ, হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত ৯ পুণ্যার্থী

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রামপুরহাট: জতুগৃহ তারাপীঠে নিউ বিদেশীনি হোটেল। তারাপীঠ মন্দির থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে এই হোটেলটি। ইতিমধ্যেই দগ্ধ হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৯ জন হয়েছে। শ্রাবণ মাসের পুজো দিতে তারাপীঠে গিয়েছিলেন মৃত পুণ্যার্থীরা। সোমবার ভোরে হোটেলের একতলায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। গুরুতর জখম হয়েছেন বেশ কয়েক জন। তাঁদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ তারাপীঠ থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুকুরপাড়ে অবস্থিত 'বিদেশিনী' নামে একটি বেসরকারি হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আচমকাই আগুন লাগে। গভীর রাতে অধিকাংশ আবাসিক যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় আগুন লাগায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের ভিতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন বেরোতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশ ও দমকলকে।

দমকল প্রতিমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে মৃতদের মোট ৯ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মৃতদের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে জেলাশাসকের নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে।'

এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেল মালিককে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিক ছিল কি না, সবরকম নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশে মৃত ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। এ দিন ঘটনাস্থলে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তিনি।

বীরভূমে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি মর্মাহত। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করছে।
নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

তপসিয়ায় ধৃত চর-সহযোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসআই-এর পাতা চক্রান্তের জাল ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স -এর তদন্তে। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে পাকিস্তানি চর রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব গ্রেপ্তারের পর থেকেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছিল। এবার সেই সূত্র ধরে খাস কলকাতার তপসিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হল রানার অন্যতম প্রধান সহযোগী ইমরান হোসেনকে।

বিএসএফ ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফকে এ দেশে স্থায়ীভাবে বসতি গড়তে সাহায্য করাই শুধু নয়, সীমান্ত পার করে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা ছিল এই ইমরানের। কাঠমান্ডু থেকে বিহার-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে রানাকে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় বার কলকাতায় নিয়ে আসে ইমরান। পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতায় পৌঁছনোর পর ভারতীয় সেনার ফোর্ট উইলিয়াম, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন ঘুরিয়ে দেখিয়ে এলাকা চেনানোর কাজ করত এই যুবক।

তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত ইমরান রানা রউফকে ভুয়ো ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় পাসপোর্ট পাইয়ে দেওয়ার জন্যও তৎপরতা চালাচ্ছিল। এই ভুয়ো নথি ব্যবহার করে একাধিক ট্রানজিট সিম কার্ডও তোলা হয়েছিল, যেগুলি দিয়ে পাক হ্যান্ডলারদের কাছে ভারতীয় সেনা ও রেল সংক্রান্ত অতি সংবেদনশীল ও গোপন তথ্য পাচার করত রানা।

ইমরানের আগে তপসিয়া থেকেই মহম্মদ ইজাজ ওরফে আজিজ নামে এক কলেজ ছাত্রকেও একই অভিযোগে জালে তোলে এসটিএফ। তদন্তকারীদের অনুমান, কেবল ইমরান বা ইজাজ নয়, কলকাতার বুকে একটি সুসংগঠিত চক্র সক্রিয় রয়েছে যারা ঘুরপথে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের লজিস্টিক সাপোর্ট বা রসদ জোগাচ্ছিল। সোমবার ধৃত ইমরানকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। ওই চক্রের বাকি মাথার খোঁজে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Chitta Ranjan Mondal** S/o, Late Dhirendra Nath Mondal R/a, Ramkrishna Pally, P.O. - Gauranganagar, P.S. - Newtown, Kolkata - 700159, Dist. - 24 Pgs. (N), W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Chitta Ranjan Mondal which has been mention in my Aadhaar Card & Voter ID Card, but advertently my name was recorded as Chiita Ranjan Mondal in my Passport. That **Chitta Ranjan Mondal** and **Chiita Ranjan Mondal** are same one and identical person vide Affidavit No.475/2026 dated 05.08.2026 before the Notary Public, Bidhannagar.

CHANGE OF NAME

I, Ajay Kumar Kejriwal S/o Brahma Dutt Kejriwal, residing at BL-7/11A 1204, Dakshindari Road, Natural City, Laketown, Kolkata - 700048, have changed my name to Ajay Kejriwal vide Affidavit 22AC754238 dated 07.08.2026 at Kolkata.

CHANGE OF NAME

I, Sri Indranil Majumder, S/o. Sri Biswanath Majumder, resident of J. M Avenue, Pansila Government Colony, P.O- Pansila, P.S- Khardah, Dist- North 24 Pgs. Do here by declare that I have changed my name from Indranil Majumdar to Indranil Majumder and henceforth I shall known as Indranil Majumder in all purpose vide affidavit No. 10, sworn before the Notary Public at Barrckpore Sub Divisional Court, on 11/08/2026, Indranil Majumdar and Indranil Majumder both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **RINA BIBI** W/O SAJAHAN SEKH residing at Vill. & P.O.- Godhanpara, P.S.- Raninagar, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 414 dated 25.06.2026 in the Court of the Ld. S.D.E.M. (S) at Berhampore that my actual name is RINA BIBI W/O SAJAHAN SEKH and it is printed in my Aadhaar, Voter Card and my BOB Account Passbook. My name has been printed as RINA KHATUN in my affidavit vide sr. no. 3, dated 27.09.2005 and my name has been printed as JOGMAYA PRAMANIK in my term deposit receipt vide receipt no. CSP/C 0951638, account no. 0793100435339. RINA BIBI, RINA KHATUN and JOGMAYA PRAMANIK i.e. my self am the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী পূর্নিমা মণ্ডল, স্বামী-শ্রী শিবু মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ১০.০৭.২০২৬ তারিখের ৩৯০৭ ও ৩৯০৫ নং দলিলমূলে সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত মাছডোবা মৌজায় (জে.এল. নং-১৭৬) ৪২ নং ও ২২ নং খতিয়ানে বিক্রেতাগন শ্রীমতী শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রী তরুন কুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্বপক্ষে শ্রীমতী রূপালী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিকট হইতে সোনামুখী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ২০২৩ সালের ১২৮৬ নং ও ২০২৪ সালের ১১১৫ নং আমমোক্তার দলিলমূলে কিছু জায়গা ক্রয় করেন। বর্তমানে ক্রেতা তার খরিদা জায়গা নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে সোনামুখী বি.এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত তথ্যপ্রমানাদি লইয়া ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী কৃষ্ণপদ দাস, ২)শ্রী গৌরচন্দ্র দাস, ৩)শ্রী নিতাই চন্দ্র দাস**, সকলের পিতা ৺সুধীর কৃষ্ণ দাস, সকলের সাকিম গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৪)শ্রীমতী রীনা দাস**, স্বামী শ্রী পীযূষ দাস, পিতা ৺চিত্তরঞ্জন দাস, সাকিম সত্যপীড়তলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **৫)শ্রীমতী শ্রাবনী পাঠক**, স্বামী শ্রী পুলিন পাঠক, পিতা ৺চিত্তরঞ্জন দাস, সাকিম দক্ষিণ বাকসারা, ফার্স্ট বাই লেন, বাঁকরা, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৯, **৬)শ্রী বিদ্যুৎ কুমার দাস**, পিতা ৺চিত্তরঞ্জন দাস, সাকিম গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৭)শ্রীমত্যা ঝুমা দাস**, স্বামী ৺বিল্টু দাস, শ্বশুড় ৺চিত্তরঞ্জন দাস, সাকিম গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজি ০১/০২/২০১৩ [illegible] **ইতি- শ্রী মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী**

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Latika Kar C/o. Mohd Waseem গত ইংরাজীর 08/05/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Latika Kar হইতে Latika Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 15/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 17217 নং এফিডেভিট বলে Latika Khatun ও Latika Kar C/o. Mohd Waseem, সাকিম রতনপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 2112 নং এফিডেভিড বলে আমি, Jahanara Begum, W/o. Sk Saber Ali, সাকিম সাতঘড়ি, জেজুর, হরিপাল, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Sarjat Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 98, dated 27.12.2006) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Jahanara Begum-এর পরিবর্তে Nasima Begam লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Jahanara Begum লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Jahanara Begum ও Nasima Begam W/o. Sk Saber Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিগত ইং 17/08/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 19740 নং এফিডেভিড বলে আমি Mrs. Mamoni Mandi ঘোষণা করিয়াছি যে, গত ইংরাজীর 17/08/2001 তারিখে Mr. Sambhu Mandi মহাশয়ের সহিত আমার বিবাহ হয়। বর্তমানে আমরা স্বামী-স্ত্রী রূপে সংসার ধর্ম পালন করিতেছি।

গত 17/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 19717 নং এফিডেভিড বলে আমি Liton Majumdar S/o. Usharanjan Majumdar ও Litan Majumdar S/o. Usaranjan Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 17210 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Shakil Ahmed S/o. Md Asgar Ali & Ahmed Mohammad Shakil S/o. Mohammad Asgar Ali & Shakil Ahmed S/o. Asgar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা,১) প্রদ্যোৎ কুমার সেন পিতা-মৃত রামপ্রসাদ সেন, হাল সাং+পোঃ-গড়িয়া, থানা-বাঁশদ্রিনি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৮৪, ২) প্রশান্ত কুমার সেন পিতা-মৃত রামপ্রসাদ সেন, হাল সাং-১৬৫, সুভাষ নগর, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১০৩, ৩) কমলেশ কুমার সেন পিতা-মৃত রামপ্রসাদ সেন, সাং-মহেশতলা, পোঃ-হুগলি, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১০৩, ৪) অমিতাভ সেন পিতা-মৃত রামপ্রসাদ সেন, হাল সাং-পূর্বপাড়া বৈঁচিগ্রাম, পোঃ-বৈঁচিগ্রাম, থানা-পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১৩৫, ৫) সুপ্রতিম সেন পিতা-মৃত প্রবীর কুমার সেন, হাল সাং-উত্তরপাড়া পাঁচপাড়া, পোঃ+থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০২, ৬) সুপর্ণা মিত্র স্বামী-গৌতম মিত্র, সাং-৩৬ এ/৩ দানেশ শেখ লেন, পোঃ-বোটানিক্যাল গার্ডেন, থানা+জেলা-হাওড়া, পিন- [illegible] সেন পিতা-মৃত ধ্রুব প্রসাদ সেন ১১) শঙ্খ শুভ্র সেন পিতা-মৃত ধ্রুব প্রসাদ সেন, হাল সাং- ৯৭ সি, কাঁকুলিয়া রোড, পোঃ-গোলপার্ক, থানা-ময়দান, জেলা-কলকাতা, পিন-৭০০০২৯, ১২) টুনটুনি সেন স্বামী-মৃত আর্যপ্রিয় সেন ওরফে আর্য সেন, হাল সাং-ক্যানেল সাইড রোড, পোঃ-সি.সি ব্লক সল্টলেক, থানা-বিধান নগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৬৪, ১৩) হিমাদ্রি শংকর সেন পিতা-মৃত আর্যপ্রিয় সেন ওরফে আর্য সেন, ৯ নং দাতা পিতা শশীভূষণ সিনহা, হল সাং-ক্যানেল সাইড রোড এল ব্লক সেক্টর-২, পোঃ+থানা-বিধান নগর, জেলা-নর্থ চব্বিশ পরগনা, পিন- ৭০০০৬৪, ১৪) তন্ময় কুমার সেন পিতা-মৃত শ্রীধর প্রসাদ সেন ওরফে শীধর প্রসাদ সেন, হাল সাং- ১৮ সি শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, পোঃ-বউবাজার, থানা-মুচিপাড়া, জেলা-কলকাতা, ১৫) মৌসুমি কর পিতা-মৃত শ্রীধর প্রসাদ সেন ওরফে শীধর প্রসাদ সেন, স্বামী-সুদীপ কর, হাল সাং-১৮/১ কুমার পাড়া লেন, পোঃ-কদমতলা, থানা-বাটরা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০১, ১৬) অদিতি সেন স্বামী-মৃত রথীন প্রসাদ সেন, ১৭) মৈনাক সেন পিতা-মৃত রথীন প্রসাদ সেন, উভয়ে হাল সাং-১৮ সি শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, পোঃ-বউবাজার, থানা-মুচিপাড়া, পিন-৭০০০১২, পক্ষে ইংরেজি 29/04/2022 তারিখে IV-24/2022, 5515/2022 আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত উৎপল কুমার সেন পিতা-মৃত জ্যোতি প্রসাদ সেন ওরফে জ্যোতি প্রকাশ সেন, সাবেক হাল সাং-মাটিয়ারী, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৩, হাল সাং-বড়নীলপুর উত্তরপাড়া, পোঃ-শ্রীপল্লী, থানা-বর্ধমান সদর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩। -:: তপশীল ::- নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন মৌজা ৮৯ নং মাটিয়ারী এল. আর ২৪২৫, ৭২, ৯৬৯, ১১৮৫, ৫০৯২, ৫০৪৫ নং, মৌজা ৯৪ নং কাঁড়ালিয়া এল. আর ৪১১, ১১, ১৩৪/১, ২১৯ নং, ফরিদপুর মৌজায় ৯১ নং এল. আর ৪৭৬,১৩,১৮৫,২৩৫ নং, পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া থানার অধীন চরব্রজনাথপুর মৌজায় ৯৪ নং এল. আর ও খতিয়ান ১০৪ নং, উল্লিখিত মৌজা সমূহের সমস্ত খতিয়ানের সমস্ত মোট সম্পত্তি সমূহ। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে কালীগঞ্জ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত **স্বপন কুমার সুর** গত ইং ১৯/০৪/২০২১ তারিখে খড়্গপুর এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৭৩/২১ নং আমমোক্তার নামা মূলে **তপন কুমার সুর** কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **শ্রীমতী মীনা দাস** গত ইং ২৭/০৪/২০২১ তারিখে খড়্গপুর এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৮২/২১ নং আমমোক্তার নামা মূলে **তপন কুমার সুর** ও **তুষার কান্তি সুর** কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমমোক্তারদ্বয় আমমোক্তারনামা মূলে এবং **কৃষ্ণা সুর** স্বয়ং গত ইং ২০/০৬/২০২ তারিখে খড়্গপুর এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৫১১০ নং বিক্রয় কোবালা মূলে নিম্নোক্ত সম্পত্তি **পূর্ণিমা শেঠ** স্বামী শ্রী মানস শেঠ - এর অনুকূলে বিক্রয় করিলে উক্ত খরিদ সূত্রে **পূর্ণিমা শেঠ** সম্পত্তির মালিক ও দখলিকার। তাহার নামে রেকর্ড করিবার ক্ষেত্রে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে তাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাইতে হইবে। তফসিল: জেলা পঃ মেদিনীপুর, থানা খড়্গপুর লোকাল, মৌজা- পশ্চিম পাথরি, জে. এল. নং ১৮৬, এল. আর. খতিয়ান নং ১০৩, আর. এস. ও এল. আর. ৬৭ নং দাগে ০.৭০ ডেঃ ও ৬৯ নং দাগে ০.৫৬ ডেঃ, মোট ১.২৬ ডেঃ, পশি, রায়তী স্বত্ব।

Ganga Narayan Paria (Advocate)
Judge's Court, Paschim Medinipur, West Bengal

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা মালা মন্ডল**, স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, **২)শ্রী গৌতম মন্ডল**, পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, **৩)শ্রীমতী গোপা দাক্ষী**, স্বামী শ্রী সুজিত দাক্ষী, ও পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সকলের সাকিম পশ্চিম সেখপাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজি ১৫/০১/২০১৯ তারিখে ডি এস আর -I হুগলী [illegible] ...হুগলী, ...0/2019 ...মক্কেল ...মন্ডল, ...২১৪৮, ...ক করেন ...তা বলে .../২০২৪ অফিসে বিক্রয় ...মাঝি, ...পিতা ...পিতা বি.পি. হুগলী- ...ল ভুক্ত হুগলী, ...নং ২০, ...৬৭ নং ...১২২৭ শতক, ...বিক্রয় ...ও স্বয়ং ...ইতেছে। ...ছে যে, ...২)শ্রী ...তাহাদের ...ম পত্তন ...মগরা- ...তেছেন। ...থাকিলে ...র মধ্যে ...রিবেন, **ইতি- শ্রী মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী**

নিরুদ্দেশ/নিখোঁজ সংবাদ

গত ইংরাজী ৩০/০৮/২০০২ তারিখ হইতে আমার স্বামী **শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস ওরফে শ্রী সুভাষ দাস**, আকস্মিকভাবে আমার বাড়ী লেনিন পল্লী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী হইতে নিখোঁজ হইয়াছেন। এই বিষয়ে স্থানীয় থানায় সাধারন ডায়েরি **(জি. ডি. এন্ট্রী নং - ২১৬৩, তারিখ ৩০/০৮/২০০২)** করা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এই ব্যক্তির সন্ধান পান, তবে অনুগ্রহ করিয়া নীচের ঠিকানায় বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নাম:- শ্রীমতী কানন দাস,
ঠিকানা:- লেনিন পল্লী, সাহাগঞ্জ,
চুঁচুড়া, হুগলী - ৭১২১০৪।
মোবাইল নম্বর : ৮২৯৬২০১০৬৮।

স্বাক্ষর- কানন দাস

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা,১) শ্রী সৌমিত্র মুখার্জ্জী ২) সুপ্রীয় মুখার্জ্জী ৩) শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্ত্তী স্বামী-বিভুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সাং- নিউ মাধবপুর, পোঃ+থানা- ডায়মন্ডহারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩১, সকলের পিতা- মৃত সতীজীবন মুখার্জ্জী, সর্ব সাং- যোগনাথতলা রোড, পোঃ+থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। ৩ নং দাতার পক্ষে বিগত ইংরেজি 07/02/2013 তারিখে নবদ্বীপ এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ১ নং সি. ডি ভলিউমের ৬৬ নং হইতে ৭৬ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধকৃত ৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার ৪) শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়(মুখার্জ্জী) সাং- যোগনাথতলা রোড, পোঃ+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, উক্ত আমমোক্তার পক্ষে ইংরেজি 11/11/2022 তারিখে I-3700/2022 আমমোক্তারনামা, শ্রীমতী রত্না মন্ডল স্বামী-সুকদেব মন্ডল, সাং+পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০১। তপশীল মৌজা ২১ নং চরব্রহ্মনগর, খতিয়ান এল.আর ৭৪৬ নং, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ২৯, ২৯২/৮৬৮, ২৯৩/৮৭৫, মোট জমির পরিমাণ ৩০ জমি ক্রয় করেন। মহাশয়, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B.L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমি পম্পা সর্দ্দার, (I-7466/26 ADSR DH) নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছি, আমার দলিলের বিক্রেতা IV-10/2014(ADSR DH) নং আমমোক্তার নামা মূলে প্রাপ্ত বিমল দাস, আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, আমমোক্তার বিক্রেতা দাতাগন হলেন ১/ কমলকৃষ্ণ মান্না ২/ গোপালকৃষ্ণ মান্না ৩/ মুকুল কৃষ্ণ মান্না, তফসিলমৌজা রামচন্দ্রপুর জে এল ১৪৪, খতিয়ান নং- ৮৮, ১৪০, ৪২৩, দাগ নম্বর আর এস ৪০২, এল আর ৪৭৪, আমি উপরিউক্ত গ্রহিতা ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি, উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগনের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. ডায়মন্ড হারবার -১ নং নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে। পম্পা সর্দ্দার M: 6297634584

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **Ganesh Shah**, পিতা: Om Prakash Shah (Aadhaar No.: 8131 4779 8789) এবং মাতা: Sabita Shah (Aadhaar No.: 6990 8516 8863), ঠিকানা: 2 No. Congress Pally, P.O. & P.S.: Bansdroni, Kolkata: 700070, জন্মতারিখ: 18.05.2007, প্রতিষ্ঠান: RKM Seva Pratisthan, Kolkata (KMC Reg. No.: 1/08/2007/08769)। Ganesh Shah উপরোক্ত ঠিকানায় ২০০৭ সাল থেকে বসবাসকারী বাসিন্দা।

Soma Paul (Advocate)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১)বিয়ন্ত বিশ্বাস পিতা-মৃত বিষ্ণুপদ বিশ্বাস ২) সারথী বিশ্বাস স্বামী-মৃত বিষ্ণুপদ বিশ্বাস৩) দিপালী দাস পিতা-মৃত বিষ্ণুপদ দাস, স্বামী-সুদীপ দাস, সকলের সাং+পোঃ-হবিবপুর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, সকলের পক্ষে বিগত ইংরেজি 16/12/2020 তারিখে এ. ডি. এস. আর রানাঘাট ১ নং অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ৩১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার এবং ৪) গোপাল ঘোষ পিতা-সুশান্ত ঘোষ, ৫) বিশ্বজিত চ্যাটার্জী ওরফে বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায় পিতা-মৃত হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী(চট্টোপাধ্যায়), ৬) অমরনাথ রায় পিতা-বৈদ্যনাথ রায়,৭) সৌমেন চট্টোপাধ্যায় পিতা-মৃত বিন্দু প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮) শুভজিৎ চ্যাটার্জী ওরফে শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় পিতা-মৃত হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী (চট্টোপাধ্যায়), সকলের সাং+পোঃ-হবিবপুর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০২ সকলের পক্ষে বিগত ইংরেজি 25/11/2020 তারিখে এ. ডি. এস. আর রানাঘাট ১ নং অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ২৭৭ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে আমমোক্তার যোগেন্দ্র ঘোষ পিতা-মৃত রামচন্দ্র ঘোষ, পক্ষে বিগত ইংরেজি 06/08/2026 তারিখে I- 4767/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্রেতা ১) গৌতম ঘোষ পিতা-বাসুদেব ঘোষ ২) পাপিয়া ঘোষ, উভয়ে সাং-বেলেয়াটি, পোঃ- ন পাড়া, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২৫৫। তপশীল আর. এস ও এল. আর ৬১৮ নং, এল. আর খতিয়ান ১২৪৪/২, ৪৮৪৭, ৪৮৪৮ নং, মোট জমির পরিমাণ ১২ শতক মধ্যে ২ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-I B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রীমতী পল্লবী মণ্ডল, A.D.S.R-BISHNUPUR রেজিস্ট্রি অফিসে, 1559 of 2016 নং দলিল মূলে 16 শতক জমি ক্রয় করেন, দাত্রী শ্রীমতী পারুল মণ্ডল, পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার- শ্রী বাপী মণ্ডল, POWER DEED NO. 149 of 2014, রেজিস্ট্রি অফিস A.D.S.R- BISHNUPUR, মৌজা- রাজা রামপুর, J.L নং- 80, L দাগ নং- 107, L.R খতিয়ান নং- 355, বর্তমানে পল্লবী মণ্ডল উক্ত জমি মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন, ইহাতে কারোর কোনো আপত্তি থাকিলে বিষ্ণুপুর-১, বি. এল. অ্যান্ড. এল. আর. ও. অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

SURAJ UDDIN
Advocate, Alipore Police Court, Kolkata-27

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মহ. আজাদ, পিতা- মহ. শুকুর, ১৪/১, এস.এম. বাইলেন, চাঁপদানি, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন - ৭১২২২২, পশ্চিমবঙ্গ-এর বাসিন্দা, গত ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.৩০ নাগাদ আর.বি.এস রোড, চাঁপদানি-তে তাঁর হেফাজত থেকে মুস্তাকিম আনসারীর নামাঙ্কিত ৩১-০৩-২০০৬ তারিখের ১৩৭/২০০৬ নম্বরের মূল নিবন্ধিত দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি গত ০১-০৮-২০২৬ তারিখে ভদ্রেশ্বর থানায় জিডি নং ৩২ মূলে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।
যদি কেউ দলিলটি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা অবহিত করুন।

জয়দীপ মুখার্জী
অ্যাডভোকেট
৭, এন.পি.বি লেন, কলকাতা-৭০০০১৪
ফোন ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেইল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

অমিত মালব্যের জায়গায় দীপক মাস্কে, বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির কেন্দ্রীয় সংগঠনে রদবদলের আঁচ এবার দলের ডিজিটাল প্রচার ব্যবস্থাতেও। দীর্ঘদিন দলের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি বিভাগের অন্যতম প্রধান মুখ অমিত মালব্যকে সরিয়ে নতুন সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনর করা হল ছত্তিশগড়ের দীপক মাস্কেকে। তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য চার রাজ্য থেকে আরও চার জনকে নিয়ে নতুন দল তৈরি করা হয়েছে।

বিজেপির অনলাইন প্রচারে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিলেন মালব্য। বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দেওয়া থেকে শুরু করে দলের কর্মসূচি সমাজমাধ্যমে তুলে ধরা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। কেন্দ্রীয় সংগঠনের নতুন এই বিন্যাসের দায়িত্ব এখন মাস্কের হাতে। তবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া দীপক মাস্কে বিজেপির রাজনীতিতে অপরিচিত মুখ নন। ২০০৯ সাল থেকে ছত্তিশগড় বিজেপির আইটি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন। ডিজিটাল প্রচারের পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজেও তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজ্য রাজনীতিতে আসার আগে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন মাস্কে। পরে প্রায় তিন দশক কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকারি প্রকল্পের প্রভাব ভোটারদের উপর কী ভাবে পড়ছে, তা নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণের কাজেও তাঁর আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন সংস্থার হয়ে এই ধরনের রিপোর্ট তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ছত্তিশগড় সরকারের মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন ডিজিটাল কমিটিতে মাস্কের সঙ্গে থাকছেন মহারাষ্ট্রের প্রীতি গান্ধি, দিল্লির শিবানন্দ দ্বিবেদী, উত্তরাখণ্ডের অলোক ভাট এবং হরিয়ানার অরুণ যাদব। ফলে বিজেপির কেন্দ্রীয় সোশ্যাল মিডিয়া টিমে একাধিক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকছে। শুধু দিল্লিকেন্দ্রিক কাঠামোর বদলে বিভিন্ন রাজ্যের সংগঠকদের একসঙ্গে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে নীতীন নবীনের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সংগঠনে নতুন প্রজন্মকে জায়গা দেওয়ার বার্তা সামনে এসেছে। সেই পরিবর্তনের ধারাই ডিজিটাল প্রচার ব্যবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন দলের একাংশ।

নির্বাচনী রাজনীতিতে সমাজমাধ্যম এখন প্রচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ভোটারদের কাছে দ্রুত বার্তা পৌঁছনো, প্রচারের বিষয় ঠিক করা এবং বিরোধীদের বক্তব্যের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। সেই জায়গায় নতুন মুখ ও নতুন কাঠামো নিয়ে বিজেপির এই সিদ্ধান্ত তাই দলের আগামী দিনের প্রচার কৌশল নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। যদিও এখন মালব্যের সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, নাকি নতুন টিমের হাতে ডিজিটাল প্রচারে আলাদা কোনও ধরন দেখা যায়, এখন তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজারহাট-গোপালপুরের ডিরোজিও কলেজের পাশে অ্যাসকন বিল্ডিং-এ ৬,০০০ বর্গফুট বিস্তৃত সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ১৮৯তম শোরুমের উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ডিরেক্টর এবং মার্কেটিং ও ডিজাইন বিভাগের প্রধান জয়িতা সেন এবং টলিউড অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত।

পিএনবি লাডলি শিক্ষা প্রোৎসাহন যোজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদ পিএনবি লাডলি শিক্ষা প্রোতসাহন যোজনার সুবিধাভোগীদের সম্মান জানাতে একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিসের উদ্যোগে ১৪ অগস্ট বহরমপুরের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনাবিল দত্ত, এডিএম (উন্নয়ন), সমীরণ বারিক, এসডিও, সদর, জাহাঙ্গীর মল্লিক, জেলা ব্যবস্থাপক, পশ্চিমবঙ্গ এসসি, এসটি ও ওবিসি উন্নয়ন ও অর্থ কর্পোরেশন, এবং অনিন্দ্য ঘোষ, অধ্যক্ষ, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ।

এই প্রকল্পের অধীনে, ২৪২ জন মেধাবী এসসি ও ওবিসি শিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি মোট ৯.৭৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা জুড়ে বিভিন্ন শাখা থেকে এসটি ছাত্রীরা নির্বাচিত হয়েছে। পিএনবি লাডলি শিক্ষা প্রোতসাহন যোজনার প্রায় ৫০ জন সুবিধাভোগী তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ডিএ-সহ চার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক চেয়ে চিঠি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি ও গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মীদের একাধিক দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সোমবার চিঠি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটানো, সরকারি কর্মীদের মতপ্রকাশের সুযোগ, এক্সটেনশন অফিসারদের বদলি নীতি এবং নতুন বেতন কমিশনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অশিক্ষক কর্মীদের আনা, মূলত এই চারটি বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের সময় চাওয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। ১৭ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মীদের একাংশ এখনও প্রাপ্য বকেয়া ডিএ পাননি। দীর্ঘদিন ধরে টাকা না পাওয়ায় তাঁদের আর্থিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সরকারি কর্মীদের সঙ্গে গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মীদের মধ্যে এই ব্যবধানও কমানো প্রয়োজন বলে জানিয়েছে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। এছাড়াও সরকারি কর্মীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টিও চিঠিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের বক্তব্য, ১৯৮০ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (ডিউটিজ, রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশনস অফ দ্য গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ) রুলসে কর্মীদের রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, সাহিত্য বা বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা প্রকাশ এবং সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সরকারি গোপন তথ্য প্রকাশ বা জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন বক্তব্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধও রয়েছে। এইক্ষেত্রে সংগঠনের দাবি, সরকারি গোপনীয়তা ও দপ্তরীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখেই কর্মীদের বৈধ মতপ্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার। সাহিত্য ও সৃজনশীল কাজে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ তাঁদের কাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

সবশেষে এক্সটেনশন অফিসারদের বদলি নীতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। নতুন বদলি নীতিতে তিন বছর পর বদলির বিষয়টি বিবেচনা এবং সাধারণ ভাবে একই পদে চার বছরের বেশি না রাখার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে অবশ্য নিয়ম শিথিল করার সুযোগ রয়েছে।

যদিও সংগঠনের দাবি, বিভিন্ন দফতরের এক্সটেনশন অফিসারদের অনেকে ১৫ থেকে ২০ বছর বা তারও বেশি সময় ব্লক স্তরে কাজ করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের বাড়ির জেলা থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ের পোস্টিংয়ের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে বিশেষ করে নিজের জেলায় পোস্টিং, দুর্গম এলাকা এবং দীর্ঘদিন একই ব্লকে থাকা কর্মীদের ক্ষেত্রে বদলি নীতি কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে।

পিএম-সেতুতে বাংলা পিছিয়ে থাকবে না: জয়ন্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাঁত, ডোকরার মতো বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পগুলির প্রসারে প্রধানমন্ত্রী স্কিলিং অ্যান্ড এমপ্লয়েবিলিটি ট্রান্সফরমেশন থ্রু আপগ্রেডেড আইটিআই - পিএম-সেতু প্রকল্পের আওতায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পাঞ্চলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী জানিয়েছেন।

সোমবার কলকাতায় 'কৌশল মন্থন' আঞ্চলিক সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মাত্র দু'মাস আগে পিএম-সেতু প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলা পিছিয়ে থাকবে না। আইটিআইগুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে সেখানে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং বড় শিল্পগোষ্ঠীর কাছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থা তৈরি হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প হাবগুলিকে লক্ষ্য করেই এই উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি যেখানে বেসরকারি শিল্প এগিয়ে আসছে না, সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার কথাও জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এমন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করাই লক্ষ্য, যাতে পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীরা শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। এআই, সাইবার সিকিউরিটি, ইলেকট্রিক যানবাহন মেরামত, সৌরশক্তি, প্লাম্বিং-সহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বহু সংস্থা ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে। গত আড়াই মাসে শতাধিক সংস্থা রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে জানান তিনি। তবে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

মন্ত্রী জানান, সময়ের সঙ্গে স্কিলিংয়ের ক্ষেত্রও বদলাচ্ছে। তাই প্রচলিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি এআই, মেশিন লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, পর্যটন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জয়ন্ত চৌধুরী আরও বলেন, ৬০ হাজার কোটি টাকার পিএম-সেতু প্রকল্প দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম বৃহৎ উদ্যোগ। এর সফল বাস্তবায়নে কেন্দ্র, রাজ্য এবং শিল্প; এই তিন পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা অপরিহার্য। বিভিন্ন রাজ্যের সাফল্য এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকল্পকে আরও কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, এক সময় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতা পাওয়া যেত না, তবে এখন রাজ্য একটি নির্দলীয় মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছে, যা ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

স্ব-গণনায় শীর্ষে বাংলা, ৫৩ লক্ষের বেশি পরিবার সম্পন্ন করেছে প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জনগণনা ২০২৭-এর স্ব-গণনা পর্বে দেশের মধ্যে সর্বাধিক সাড়া মিলেছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৫৩ লক্ষেরও বেশি পরিবার স্ব-গণনা সম্পন্ন করেছে, যা রাজ্যের আনুমানিক মোট পরিবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের প্রায় ৯৩ শতাংশ সফলভাবে এই প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা কার্য নির্দেশক নিখিল পবন কল্যাণ। তিনি জানান, জনগণনার প্রথম পর্বের প্রথম ধাপ অর্থাৎ স্ব-গণনা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপ, গৃহ তালিকাভুক্তিকরণ, ১৬ অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এবং চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ঘুষ নিতে গিয়ে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর ধৃত পাঁশকুড়ায় রক্ত বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করার বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে হাতেনাতে ধরল অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো (এসিবি)। সোমবার ব্যাঁটরা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত সরকারকে ১৫ হাজার টাকা নেওয়ার সময় গ্রেপ্তার করা হয় বলে এসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে। একই দিনে পাঁশকুড়ার একটি ব্লাড ব্যাঙ্কে বেআইনি ভাবে রক্ত সংগ্রহ করে বিক্রির অভিযোগেও শাহবুদ্দিন মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এসিবি।

এসিবি সূত্রের খবর, ৪৯৮এ ধারার একটি মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করার জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সুব্রতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। এর পরেই তাঁকে হাতেনাতে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয়। সোমবার নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগকারীর কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নেওয়ার সময় এসিবির আধিকারিকেরা সুব্রতকে ধরে ফেলেন বলে দাবি। তাঁর কাছ থেকে ঘুষের টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। সোমবারের অভিযানের সময় ঘুষের টাকায় ব্যবহৃত রাসায়নিকের সাহায্যে প্রাথমিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। জলে হাত দেওয়ার পরে হাতের রং বদলে যাওয়ার মাধ্যমে ওই রাসায়নিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয় বলে এসিবি সূত্রে খবর।

যদিও এই গ্রেপ্তারের পর সুব্রতের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসিবি। এই মামলার তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পাশাপাশি আর কোনও অনিয়ম হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্য দিকে, পাঁশকুড়ার একটি ব্লাড ব্যাঙ্ককে ঘিরে এসিবির পৃথক অভিযানে উঠে এসেছে রক্ত নিয়ে বেআইনি কারবারের অভিযোগ। তদন্তকারীদের দাবি, বেআইনি ভাবে রক্ত সংগ্রহ করে তা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শাহবুদ্দিন মল্লিক। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কোথা থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হত, কী ভাবে তা অন্যত্র পৌঁছত এবং এই কাজে ব্লাড ব্যাঙ্কের কোনও কর্মীর যোগ ছিল কি না, এখন সেই সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের পুরো প্রক্রিয়ায় আর কেউ যুক্ত ছিলেন কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হবে বলেও সূত্রের খবর।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৮ অগস্ট ২০২৬, ৩২ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

ভিনরাজ্যে রক্ত-প্লাজমা পাচার ঠেকাতে কড়া নিয়ম, নিজস্ব এসওপি আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিনরাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগ ঘিরে এবার কড়া পদক্ষেপের পথ বেছে নিল রাজ্য সরকার। বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে নজরদারি বাড়াতে রাজ্যের নিজস্ব যোগ্যতার পরিচালন পদ্ধতি বা এসওপি তৈরি করা হচ্ছে। সেই গাইডলাইনের খসড়া তৈরির জন্য সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

দপ্তরের নির্দেশে স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের অধীনে এই কমিটি কাজ করবে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের হেমাটোলজি বিশেষজ্ঞ, ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিক এবং বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের

প্রতিনিধিদের কমিটিতে রাখা হয়েছে। রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বণ্টনের প্রতিটি ধাপে কী নিয়ম মানতে হবে, এসওপিতে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা। গত কয়েকদিনে রক্তদান শিবিরে সংগৃহীত রক্ত ও প্লাজমা বেআইনিভাবে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে বেশি দামে বিক্রি করার অভিযোগ সামনে এসেছে। এই অভিযোগের পরেই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে তৎপরতা শুরু হয়। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে কোথায় কী ধরনের অনিয়ম হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাইরে রক্ত পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী ভাবে এগোতে হবে, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের নজরও পড়েছে। বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির কার্যপদ্ধতি এবং অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে শুক্রবার রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল। দেশে রক্ত সঞ্চালন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শীঘ্রই এনবিটিসি-র কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের নিজস্ব এসওপির কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নতুন নিয়ম চালু হলে বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির রক্ত সংগ্রহ থেকে বণ্টন পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় আরও নির্দিষ্ট নজরদারি থাকবে।

দিনভর টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত উত্তর থেকে দক্ষিণ, আজও চলবে দুর্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে থাকা স্পষ্ট নিম্নচাপ এবং বর্ষা অক্ষরেখার জোড়া ফলা। সপ্তাহের প্রথম দিনেই অঝোর ধারায় ভিজল মহানগরী সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। সোমবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, দিনভর টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার একাধিক নিচু এলাকা। কর্মব্যস্ত দিনে রাস্তাঘাট প্লাবিত হওয়ায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হল অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে। জল জমে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ। যার জেরে সর্বত্রই স্তব্ধ যানবাহনের গতি। অন্যদিকে হাওড়ায় ভারী বৃষ্টির জেরে একটি তিনতলা বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে বিপত্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতির মাঝে সোমবার বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, এই তিন জেলায় অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা (রেড অ্যালার্ট) জারি করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে সোমবার ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয় শহরে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর ১টা পর্যন্ত শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বেলগাছিয়ায় (১০৪ মিলিমিটার)। এছাড়া মানিকতলায় ৯১ মিমি, পাগলাডাঙায় ৯৩ মিমি, তপসিয়ায় ৮৫ মিমি এবং ঠনঠনিয়ায় ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।বৃষ্টির জেরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকা, কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, দক্ষিণ বেহালা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যায়। ঠনঠনিয়ায় অনেক জায়গায় জল প্রায় হাঁটু স্পর্শ করে। সেখানে নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের জন্য পুরসভার কাজ চলায় জল

নামতে দেরি হচ্ছে বলে খবর। এছাড়া উত্তর কলকাতার মহাত্মা গান্ধি রোড, বিধান সরণি এবং পাতিপুকুর আন্ডারপাসেও জমে জল। এর প্রভাব পড়ে ইএম বাইপাস ও সল্টলেক সংলগ্ন এলাকাতেও। চিংড়িঘাটা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং সাইন্স সিটির দিক থেকে চিংড়িঘাটামুখী রাস্তায় গাড়ি চলাচলের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর।

তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকাল থেকেই সক্রিয় কলকাতা পুরপ্রশাসন। নিকাশি বিভাগের ডিজি শান্তনু ঘোষ সব ক'টি বরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি নজরদারি করছেন। খবর পেয়ে শহরের সমস্ত ১৬টি বরোর পাম্পিং স্টেশনগুলিকে একযোগে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুর আধিকারিকরা কয়েক দফায় বৈঠক করেন। অন্যদিকে হাওড়ায় টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর হাওড়ার বাবুডাঙা এলাকায় একটি জীর্ণ তিনতলা বাড়ির ভেতরের অংশ আচমকা খসে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকল কর্মীরা। দীর্ঘ চেষ্টার পর আটকে থাকা ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ এবং পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ষাকালীন অক্ষরেখার প্রভাবে আজ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে এই দুর্যোগ চলবে। সোমবারের পর মঙ্গলবারেও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কমবে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেও আজ পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। সোমবার জলপাইগুড়ি ও কালিম্পঙে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সোমবারে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি কম।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে সভার অনুমতি না পেয়ে হাইকোর্টে কালীঘাট গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের কর্মসূচির অনুমতি পাওয়া নিয়ে আইনি টানাপোড়েনের অভিজ্ঞতা এখনো টাটকা। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৮ অগস্টের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে দেখা দিল ঘোর জটিলতা। ঐতিহ্য মেনে কলকাতার মেয়ো রোডে সভা করার অনুমতি চেয়েও প্রশাসনের তরফে সাড়া না মেলায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়ল কালীঘাট তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়। সব ঠিক থাকলে আগামী বুধবার এই মামলার জরুরি শুনানি হতে পারে বলে আদালত সূত্রে খবর।

এদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই শাসক দলের অন্দরে ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে দলীয় সংগঠন। একদিকে এনসিপিআই, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল' তৃণমূল এবং সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী কালীঘাট গোষ্ঠী-এই ত্রিভুজ লড়াইয়ে ছাত্র সংগঠনও সমানভাবে বিভক্ত। ২১ জুলাই শহিদ দিবসে দিল্লির রাজপথ থেকে শুরু করে তিলোত্তমার পৃথক পৃথক মঞ্চে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেখেছে রাজ্যবাসী।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রতি বছর ২৮ অগস্ট মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান সভায় বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা পৃথকভাবে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিশের কাছে শহরের তিনটি ভিন্ন জায়গার নাম প্রস্তাব করে আবেদনপত্রও জমা দিয়েছে। অপরদিকে, ঐতিহ্যবাহী মেয়ো রোডের সভাস্থলটি নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া কালীঘাট টিএমসিপি।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কালীঘাট টিএমসিপির পক্ষে আইনজীবী অর্ককুমার নাগ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানান। আবেদনকারী পক্ষের দাবি, গত ২৭ জুলাই লালবাজার ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে মেয়ো রোডের সভার অনুমতির জন্য প্রথম চিঠি দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর গত ৩ অগস্ট এবং ৭ অগস্ট পুনরায় লালবাজারে রিমাইন্ডার পাঠানো হলেও পুলিশের তরফে কোনো সদুত্তর মেলেনি। এদিকে টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস একেবারে কড়া নাড়ছে দরজায়। তাই আর কোনো উপায় না দেখে তারা বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়েছেন। এখন দেখার, লালবাজারের নীরবতার কারণ কী এবং বুধবার হাইকোর্টের শুনানিতে বিচারক মেয়ো রোডের ঐতিহাসিক সভাস্থল কার দখলে দেন কিংবা পুলিশের কী অবস্থান থাকে। আদালতের রায়ের ওপরই নির্ভর করছে ২৮ অগস্টের ছাত্র রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণ।

ফের কোটি টাকার সোনা উদ্ধার কলকাতা বিমানবন্দরে, আটক দুই

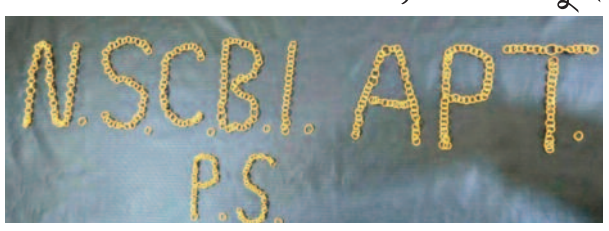

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আবার সোনা উদ্ধার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৯০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেটের সোনা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ব্যাংকক ফেরত দুই যাত্রীকে আটক করেছে এনএসসিবিআই থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে একটি বিমানে সোনা পাচার করা হচ্ছে বলে আগেই খবর আসে তদন্তকারীদের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দর চত্বরে নজরদারি জোরদার করা হয়। বিমানটি অবতরণ করার পর দুই যাত্রীর চালচলনে সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের এনএসসিবিআই থানার পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। টানা জেরার মুখে তাঁরা স্বীকার করে নেন তাঁদের কাছে অবৈধ সোনা রয়েছে।

এরপর তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৯০০ গ্রাম সোনা। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বাজেয়াপ্ত সোনা সম্পূর্ণ ২৪ ক্যারেটের। আন্তর্জাতিক বাজারে যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় আন্তঃরাজ্য কোনো পাচার চক্র সক্রিয় কিনা, এবং ব্যাংকক থেকে আনা এই সোনা কলকাতার পর কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পার্ক স্ট্রিটের হোম থেকে উধাও তিন মহিলা, ৩ সপ্তাহ পর দায়ের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : পার্ক স্ট্রিটের একটি হোম থেকে আচমকা নিখোঁজ তিন মহিলা। তাঁদের মধ্যে একজন আবার বাংলাদেশি নাগরিক। তিন সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁদের কোনো সন্ধান মেলেনি। তবে ঘটনার প্রায় ২১ দিন পর ওই হোম কর্তৃপক্ষের তরফে পার্ক স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পত্রে হোমের দাবি, তিন মহিলাকে কেউ বা কোনো চক্র অপহরণ করে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ঘটনা ঘটার পর দীর্ঘ তিন সপ্তাহ কেন চুপ করে বসেছিলেন হোম কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠেছে, কেন শুরুতেই পুলিশের দ্বারস্থ হল না হোম কর্তৃপক্ষ। ফলে সবমিলিয়ে হোমের রহস্যজনক ভূমিকা এখন তদন্তকারীদের আতশ কাচের তলায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া এই তিন মহিলার পরিচয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ৩১ বছর বয়সি রুনা বেগম, যাঁর আসল বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকার গুলশন মডেল টাউন এলাকায়। কয়েক মাস আগে কলকাতা পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ের স্বার্থেই পার্ক স্ট্রিটের এই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হোমে রেখেছিল। দ্বিতীয় জন হলেন ৩৯ বছরের সুচিত্রা, যিনি দীর্ঘ বহু বছর ধরে এই হোমেই থাকেন এবং তিনি মূক ও বধির। আর তৃতীয় জন হলেন ১৯ বছর বয়সি তরুণী মণীশা কুমারী। বিহারের ভোজপুরের বাসিন্দা এই তরুণীকেও কিছুদিন আগে উদ্ধার করে নিরাপত্তার খাতিরে এখানে এনে রাখা হয়েছিল। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই তিনজনে একই ঘরে থাকতেন এবং বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এখান থেকে পালানোর পরিকল্পনা করছিলেন। খবর পাওয়ার পরেই তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা হোম এবং আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেন। আর এই সিসিটিভি ফুটেজেই ধরা পড়েছে এক চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। তাতে দেখা গিয়েছে, রাত তখন আনুমানিক দুটো থেকে আড়াইটে। চারপাশ নিঝুম। ঠিক সেই সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক বিশেষ চাবি ব্যবহার করে হোমের আসল তালাই খুলে ফেলেন তাঁরা।

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে শিবভক্তদের ভিড়। ভূতনাথ মন্দিরে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বিদেশ সফরের মুখে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজে সমস্যায় অভিষেক

সই জাল মামলায় সিআইডি রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ সফরের ঠিক মুখেই চরম বিপাকে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা লেনদেন স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কী কারণে এই পদক্ষেপ, সে বিষয়ে ব্যাঙ্কের তরফে লিখিতভাবে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও অ্যাকাউন্ট সচল করার আবেদন নিয়ে সোমবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য তোলেন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অভিষেকের আইনজীবীর সওয়াল, 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা'-র ১০৭ নম্বর ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ না করেই কীভাবে একজন সাংসদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হতে পারে? তিনি যুক্তি দেন, উক্ত আইন অনুযায়ী পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থাকে কোনও অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে হলে আগে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হয় এবং অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে সেই আইনি পথ হাঁটা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত। মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জিও জানান তিনি।

সওয়াল-জবাব চলাকালীন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও জানতে চান, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কি নতুন করে কোনও তদন্ত বা নির্দেশ রয়েছে? জবাবে অভিষেকের আইনজীবী স্পষ্টভাবে জানান, তাঁর মক্কেল আদালতের নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি তদন্তেই পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। তদন্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হুট করে ফ্রিজ করে দেওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই। উভয় পক্ষের প্রাথমিক বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি নির্দেশ দেন, মামলার অপর পক্ষকে

অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবিলম্বে নোটিশ জারি করতে হবে। আগামী বুধবার হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

অন্যদিকে, বিধানসভায় সই জালিয়াতির মামলায় স্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এই মেয়াদের মধ্যে তদন্তের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। যদিও তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া রিপোর্টে অভিষেককে 'দোষী' হিসেবে চিহ্নিত করা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। সিআইডি-র আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতির কড়া মন্তব্য, 'কারও হাত বেঁধে দেওয়া হয়নি। আপনারা নিরপেক্ষ তদন্ত চালিয়ে যান, তাতে সমস্যা নেই।'

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর কিছু দিনের মধ্যেই এই সই জালিয়াতির বিতর্ক প্রকাশ্যে এসেছিল। শাসকদলের এক দলীয় বৈঠকে বেশ কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিধানসভার রেজিস্ট্রি খাতায় এবং বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের রেজোলিউশন বুকে তাঁদের স্বাক্ষর দেখা যায় বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে দেখা যায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেই বিতর্কিত রেজোলিউশনটি বিধানসভার স্পিকারের কাছে পাঠিয়েছেন অভিষেকই। বিধায়কদের সই নকল করার ঘটনায় অভিষেকের ইন্ধন ছিল, এমন অভিযোগে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। আদালত সূত্রে খবর, ওই জালিয়াতি মামলারই পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিআইডিকে।

মামলার শুনানিতে সিআইডি আদালতের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়ে দাবি করে, সই জালিয়াতির ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'দোষী'। কিন্তু সিআইডি-র এই তত্ত্বে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। বিচারপতি কৌশিক চন্দের পর্যবেক্ষণ, 'দলের বৈঠকে উপস্থিত থাকা বা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়া মানেই নথি জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রমাণ হয় না।' গোয়েন্দাদের পেশ করা তথ্যে অসঙ্গতি দেখে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'তদন্ত শেষ করতে আর কত সময় লাগবে? ধরে নেওয়া গেল যে সই জাল করা হয়েছে, কিন্তু এতে অভিষেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা বা 'রোল' কোথায়?'

দু'পক্ষের আইনজীবী এবং বিচারপতির দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতি চন্দ স্পষ্ট করে দেন, সিআইডি তদন্ত চালাতে পারবে, তবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

বিজেপির কেন্দ্রীয় টিমে বাংলার দুই মুখ

সহ-সভাপতি মধুচ্ছন্দা কর, সম্পাদক মনোজ টিগ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের পর বিজেপির কেন্দ্রীয় সংগঠনে যুক্ত হলেন বাংলার দুই নেতা। সোমবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন নতুন কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশ করেন। ওই তালিকায় জাতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মধুচ্ছন্দা করকে। আর আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে করা হয়েছে জাতীয় সম্পাদক। এই দুই নেতৃত্বকে কেন্দ্রীয় সংগঠনে আনার সিদ্ধান্তকে রাজ্য বিজেপির কাছে বাড়তি গুরুত্বের বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে উঠে আসা মনোজের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে এবার দেশের সংগঠনে কাজে লাগাতে চাইছে দল। মধুচ্ছন্দাকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়াতেও বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যোগাযোগ আরও বাড়বে বলেই মনে করছে বিজেপির একাংশ।

সোমবারের নতুন কমিটিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকেও বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে জাতীয় কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। সংগঠনে সহ-কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে রাজেশ মঙ্গলকে। পাশাপাশি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে রাখা হয়েছে বিনোদ তাওড়ে, সুনীল বনসল, বিপ্লব কুমার দেব, স্মৃতি ইরানি, সতীশ পুনিয়া,

গজেন্দ্র প্যাটেল, হরিশ দ্বিবেদী এবং সঞ্জয় ভাটিয়াকে। দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষও নিজের পদে থাকছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সংগঠনের অন্য পদগুলিতেও নতুন মুখ এসেছে। বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি হয়েছেন হেমাঙ্গ জোশী। মহিলা মোর্চার দায়িত্ব পেয়েছেন রূপ কুমারী চৌধুরী। সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি করা হয়েছে কুঁওয়ার বাসিত আলিকে। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই নেতাকে কেন্দ্রীয় পদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে শুধুই রুটিন রদবদল হিসেবে দেখতে নারাজ দলের একাংশ। ছাব্বিশের নির্বাচনে বিধানসভা ভোটের পরে রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা বেড়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সংগঠনের সঙ্গে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের প্রয়োজনও বেড়েছে। সেই জায়গায় মধুচ্ছন্দা ও মনোজকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনা আলাদা বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছেন বিজেপি নেতারা। বিশেষ করে মনোজ টিগ্গার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা জাতীয় স্তরে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হল। মধুচ্ছন্দার নতুন দায়িত্বও বাংলার সংগঠনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে।

দলীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন পদাধিকারীরা শীঘ্রই দায়িত্ব নেবেন। ফলে কেন্দ্রীয় সংগঠনে তাঁদের কাজের পাশাপাশি বাংলার বিজেপির সঙ্গে তাঁদের সমন্বয় আগামী দিনে কতটা কার্যকর হয়, সে দিকেও নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

সম্পাদকীয়

উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার লক্ষ্যে রাজ্যে আরও দুই কর্পোরেশনের পরিকল্পনা

বাস্তবটা বুঝতে পেরেই গ্রেটার বারাকপুর কর্পোরেশন গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল রাজ্য প্রশাসন। যাকে তৃণমূলস্তরে পুর পরিষেবা পৌঁছে দিতে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। গ্রেটার বারাকপুরের বদলে এবার দমদম ও বারাকপুর নামে দুটি পৃথক কর্পোরেশন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। দমদম পুরসভা ও সংলগ্ন ৭টি পুরসভাকে নিয়ে নতুন দমদম কর্পোরেশনের জন্য ড্রাফট প্রিলিমিনারি নোটিফিকেশনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পুরসভার জমি, সীমানা ম্যাপ সহ নানা তথ্য জেলা থেকে দ্রুত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক খবর, বিশাল এলাকাকে জুড়ে গ্রেটার বারাকপুর কর্পোরেশন তৈরি হলে শহরবাসীর জন্য তা সমস্যার কারণ হতে পারতো। তাই সিদ্ধান্ত বদল প্রশাসনের। এখন গ্রেটার বারাকপুর কর্পোরেশনের পরিবর্তে পৃথক দমদম ও বারাকপুর কর্পোরেশনের কথা ভাবা হয়েছে। এই ভাবনা থেকেই গত মাসে জেলাশাসককে ফের চিঠি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বলা হয়েছে, দক্ষিণ দমদম, দমদম, উত্তর দমদম, নিউ বারাকপুর, বরানগর, কামারহাটি ও পানিহাটি; এই সাতটি পুরসভাকে নিয়ে দমদম কর্পোরেশন, তবে প্রাথমিক খসড়া বিজ্ঞপ্তির ড্রাফট প্রিলিমিনারি নোটিফিকেশন জন্য কিছু তথ্য লাগবে। সেকারণে পুঙ্খানুপুঙ্খ জমির তথ্য চাই। মৌজার নাম, জেএল নম্বর, পার্ট মৌজা, আরএস প্লট নম্বর, থানার নাম, জেলার প্রিন্টেড ম্যাপ, যেখানে প্রতিটি এলাকার সীমানা স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। দমদম কর্পোরেশন গঠনের বিষয়টি পুরসভাগুলির মতামতের কপিও জমা দিতে হবে। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী তথা বারাকপুরের ভূমিপুত্র অর্জুন সিং বলেন, গ্রেটার বারাকপুর কর্পোরেশনের পরিবর্তে দমদম কর্পোরেশন ও বারাকপুর কর্পোরেশন নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। দূরত্বই বড়ো সমস্যা। মানুষের স্বার্থে সঠিক পদক্ষেপই করা হবে। সবমিলিয়ে এই দুটি কর্পোরেশন নিয়ে এরই মধ্যে এলাকায় ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বতন সরকার।এই নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা করলেও তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি।ফলে এবার সাধারণ মানুষের মনে আশা জাগছে।

শব্দছক ২৪৫ — রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. দক্ষিণদিশা ৪. মার্জনা ৬. সময় বা দন্ড ৭. অন্ধকার ৯. সাজি নিরূপণ ১০. হিমাচলের রাজধানী ১১. শিশু গাছের কচি পাতা ১২. বেঠিক বিচার ১৪. অবিরাম গতি ১৫. খলজাতীয় জলাশয় ১৬. সম্মান ১৭. সহযোগ ১৮. শুষ্ক বালুময় সুবিশাল প্রান্তর ১৯. মুণি-ঋষিদের তপস্যাভূমি

ওপর-নিচ: ১. ঘন ঘন ডাক দেওয়া ২. সরু পাইপ ৩. যৎসামান্য সংখ্যক ৫. সুন্দরবনের এক নদী ৮. কোচবিহারের নামী জলাশয় ৯. মুটে ১২. বিরতিহীন ১৩. যুদ্ধক্ষেত্র ১৪. আদি বা শুরু ১৭. সমস্ত

সমাধান ২৪৪ — পাশাপাশি: ১. মহাদেব ৩. অমর ৫. হাসি ৬. সরকার ৯. অদ্য ১০. প্রসাদ ১১. অলস ১৩. বোকা ১৪. মনোহর ১৮. তরী ১৯. ঠাকর ২০. চরম

ওপর-নিচ: ১. মজা ২. দেবর ৩. অসি ৪. রঙ্গ ৫. হার ৬. সদ্য ৭. কাঙাল ৮. সমারোহ ৯. অর্ধ ১১. অকাতর ১২. সম ১৫. নোঙর ১৬. রশি ১৭. বৈঠা

আজকের দিন

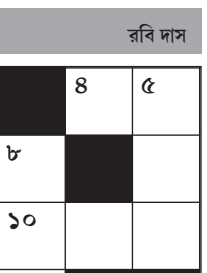

■ **১৯২০** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯তম সংশোধনী অনুমোদিত হয়, যা নারীদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার নিশ্চিত করে।

■ **১৯৪২** — ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলাকালীন গাজিপুরে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের সময় ব্রিটিশের গুলিতে আটজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিহত হন।

জন্মদিন

১৯৩৬ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার গুলজারের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিলের জন্মদিন।*

১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নির্মলা সীতারমনের জন্মদিন।*

গুলজার

শত দিনেই বদলের স্বাক্ষর

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রশাসনে গতি, উন্নয়নে নতুন দিশা

কণাদ দাশগুপ্ত

১৯ আগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের বয়স ১০০ দিন। সময়টা চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতার রায় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু দিকনির্দেশ বোঝার জন্য কমও নয়। প্রশাসনিক গতি, নিয়োগ, শিল্প, পরিকাঠামো ও আইনশৃঙ্খলায় নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম ১০০ দিন কেমন কাটল, সেই ছবিই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

একটি সরকারের প্রথম একশো দিনকে চূড়ান্ত সাফল্যের শংসাপত্র বলা যায় না। কিন্তু এই সময়টুকুই যথেষ্ট বোঝার জন্য; সরকার কোন পথে হাঁটতে চায়, তার অগ্রাধিকার কোথায় এবং প্রশাসনের রাশ হাতে নিয়ে তার কাজের গতি কতটা। ১৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের প্রথম একশো দিন পূর্ণ হচ্ছে। ৯ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নেওয়ার পর থেকেই নতুন সরকারের সামনে ছিল একাধিক কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেই জায়গা থেকেই প্রথম একশো দিনের কাজের দিকে তাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট;ঘোষণার পাশাপাশি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকার গতি দেখাতে চাইছে।

প্রথম একশো দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশাসনিক কাঠামোয় গতি আনার চেষ্টা। দীর্ঘদিনের জট, আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তা এবং বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের অভাব কাটিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তা দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলির কাজের উপর সরাসরি নজর রাখছেন। নিয়মিত প্রশাসনিক বৈঠক, দফতরভিত্তিক পর্যালোচনা এবং মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার প্রবণতা নতুন সরকারের কাজের ধরনকে আলাদা করেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের নতুন পর্ব। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক সরকারের উপস্থিতিকে উন্নয়নের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা প্রথম একশো দিনেই স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে পরিকাঠামো এবং শিল্প;বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে। বহুদিন ধরে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত ছিল, নতুন সরকার সেখানে সহযোগিতার পথকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সম্ভাব্য বঙ্গ সফর সেই সমন্বয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বাড়াবে।

প্রথম একশো দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশাসনিক কাঠামোয় গতি আনার চেষ্টা। দীর্ঘদিনের জট, আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তা এবং বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের অভাব কাটিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তা দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলির কাজের উপর সরাসরি নজর রাখছেন। নিয়মিত প্রশাসনিক বৈঠক, দফতরভিত্তিক পর্যালোচনা এবং মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার প্রবণতা নতুন সরকারের কাজের ধরনকে আলাদা করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের নতুন পর্ব। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক সরকারের উপস্থিতিকে উন্নয়নের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা প্রথম একশো দিনেই স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে পরিকাঠামো এবং শিল্প;বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে। বহুদিন ধরে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত ছিল, নতুন সরকার সেখানে সহযোগিতার পথকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সম্ভাব্য বঙ্গ সফর সেই সমন্বয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বাড়াবে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রথম বাজেট নতুন সরকারের অগ্রাধিকারের একটি পরিষ্কার ছবি দিয়েছে। বিপুল ঋণের বোঝা সামলেও পরিকাঠামো, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পূরণের পরিকল্পনা, নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ এবং শিল্প বিনিয়োগের জন্য বিশেষ উদ্যোগ;সব মিলিয়ে অর্থনীতিকে স্থবিরতা থেকে বের করে আনার একটি রূপরেখা তৈরি হয়েছে।

তবে এখানেই সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ঘোষণা আর বাস্তবায়নের মধ্যে দূরত্ব যত কমবে, সরকারের সাফল্যের হিসাব ততই উজ্জ্বল হবে। রাজ্যের আর্থিক চাপ যথেষ্ট। ফলে একদিকে জনকল্যাণমূলক ব্যয়, অন্য দিকে রাজস্ব বৃদ্ধি ও আর্থিক শৃঙ্খলা;দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

শিল্পায়ন প্রথম একশো দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, জমি ও শিল্প পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা, নতুন শিল্পাঞ্চলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের দিকে নজর;সরকারের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। ইস্পাত, সেমিকন্ডাক্টর, উৎপাদন শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ঘিরে নতুন সম্ভাবনা তৈরির চেষ্টা হয়েছে।

শুধু বড় শিল্প নয়, কর্মসংস্থান-কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি শূন্যপদ পূরণের পরিকল্পনার পাশাপাশি রোজগার মেলার মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলার যুবসমাজের কাছে কর্মসংস্থান যে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশাগুলির একটি, নতুন সরকার অন্তত সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেনি।

গ্রামীণ বাংলার ক্ষেত্রেও প্রথম একশো দিনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিশা স্পষ্ট হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়ানো, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, গ্রামীণ রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আবাসন প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক আনুগত্যের বদলে যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার দাবি সরকারের জনকল্যাণনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে কেন্দ্রীয় সহায়তা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করেছে। চিকিৎসা পরিষেবা, হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষাকে আরও কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত ঘাটতি মেটাতে অবশ্য একশো দিনের বেশি সময় প্রয়োজন; কিন্তু দিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় নতুন মাত্রা পেয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, উচ্চশিক্ষায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার মতো বিষয়গুলি সরকারের অগ্রাধিকারে এসেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে মান ও দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও সামনে এসেছে।

নাগরিক পরিষেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার সরকারের প্রথম একশো দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। রাস্তার আবর্জনা, জল জমা, নিকাশি বা নাগরিক পরিষেবার সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি প্রশাসনকে জানাতে পারেন, তার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণের পাশাপাশি দ্রুত নিষ্পত্তির সংস্কৃতি তৈরি করতে পারলে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট;প্রশাসনের কোনও স্তরে গাফিলতি হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশি ব্যবস্থায় জবাবদিহি বাড়ানোর উদ্যোগ এবং কোনও ঘটনায় দ্রুত তদন্তের নির্দেশ সেই বার্তাই দেয়। সরকারের কাছে আইনশৃঙ্খলা কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন।

সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিকে সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক স্থানগুলির উন্নয়ন এবং সেগুলিকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা সাংস্কৃতিক পরিসরকে নতুন করে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করছে।

তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। একশো দিনে সব সমস্যার সমাধান সম্ভবও নয়। শিল্পের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা বিনিয়োগে পরিণত হবে, কর্মসংস্থানের ঘোষণা কত দ্রুত চাকরিতে বদলাবে, প্রশাসনিক সংস্কার কতটা গভীরে পৌঁছবে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মানুষের আস্থা কতটা বাড়বে;এই প্রশ্নগুলির উত্তর আগামী দিনেই দিতে হবে।

তবু প্রথম একশো দিনের সবচেয়ে বড় অর্জন যদি কিছু থাকে, তা হল সরকারের কাজের দিশা পরিষ্কার হওয়া। উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, নাগরিক পরিষেবা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা;এই ছয়টি স্তম্ভের উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে নতুন শাসনব্যবস্থাকে।

১৯ আগস্ট তাই কেবল ক্যালেন্ডারের একটি দিন নয়। এটি একটি নতুন সরকারের প্রথম অধ্যায়ের শেষ এবং দীর্ঘ শাসনপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। ব্রিগেডে যে শপথ নেওয়া হয়েছিল, তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন পরে হবে। কিন্তু প্রশাসনিক মূল্যায়নের মাপকাঠি একটাই;মানুষের জীবনে কতটা পরিবর্তন এল।

প্রথম একশো দিনে সেই পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তুতি দুটোই দেখা যাচ্ছে। এখন প্রয়োজন আরও দ্রুত বাস্তবায়ন, আরও স্বচ্ছতা এবং আরও বেশি জনসংযোগ। কারণ একশো দিন সরকারকে সুযোগ দেয় নিজের পরিচয় জানানোর; পরের একশো দিন থেকেই শুরু হয় সেই পরিচয়কে সত্যি প্রমাণ করার পরীক্ষা।

কোট-আনকোট

২০২৭ সালে ৯ মে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একবছর পূর্ণ হবে। ওই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এক বছর পূরণ করব। আপনাদের সামনে পরীক্ষায় বসব। আপনারা আমাকে নম্বর দেবেন। আমি যদি ১০-এর মধ্যে ৯ না পাই তাহলে ক্ষমা স্বীকার করে নেব। মেনে নেব আমি পারলাম না।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দঃ দিনাজপুরে মেগা নিয়োগ মেলায় ৭ হাজার চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যুবসমাজের জন্য এক বিশাল সুযোগ নিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 'কৌশল মেলা' বা চাকরি মেলা। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ মেলায় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৬০টি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অংশ নিচ্ছে, যেখানে প্রায় ৭,০০০ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। মেলায় অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে উইপ্রো, টাটা, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এবং টিভিএস মোটরসের মতো প্রথম সারির বিভিন্ন কোম্পানি।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেসব চাকরিপ্রার্থী ইতিমধ্যে অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাঁরা সরাসরি ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ পাবেন। এছাড়া যাঁরা আগে আবেদন করতে পারেননি, তাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সরাসরি নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রতিটি প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনটি সংস্থায় ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। যে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বাছাই প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের সেই দিনই নিয়োগপত্র হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। এই মেলাকে ঘিরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭,০০০-এরও বেশি তরুণ-তরুণী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন জমা দিয়েছেন। কেবলমাত্র সরাসরি ইন্টারভিউ বা কর্মী নিয়োগই নয়, মেলায় আয়োজিত হবে বেশ কয়েকটি বিশেষ কর্মশালা। সেখানে শিল্পক্ষেত্রের বর্তমান চাহিদা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং বাজারমুখী প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে। দক্ষ প্রার্থী ও নিয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং পরিবর্তনশীল চাকরির বাজার সম্পর্কে যুবসমাজকে সঠিক দিশা দেখানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সোমবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মেলার আনুষ্ঠানিক রূপরেখা প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের আধিকারিক ভি.এস. অরবিন্দ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি.। এদিকে, মেলা উপলক্ষে এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য এই মেলা একটি দারুণ সুযোগ। দেশজুড়ে বিভিন্ন সংস্থাকে এই মেলায় নিয়ে আসার জন্য আমি দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই। ১০০-রও বেশি কোম্পানি ও উদ্যোগপতিরা এখানে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রাণিত পথে আগামী দিনে ১ কোটি যুবক-যুবতীকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দক্ষতায় সমৃদ্ধ করার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, এই ধরনের মেলা সেই লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে।'

অপসারিত মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে মোট ২৪ জনের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থনে অপসারিত হলেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। দলেরই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সমর্থনে ভাঙন ধরল মালদা জেলা পরিষদে। সোমবার দুপুরে মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে একটি তলবি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ১৯ জন এবং কংগ্রেসের ৫ জন নির্বাচিত সদস্য মিলিয়ে মোট ২৪ জন সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির অপসারিত করার পক্ষেই সমর্থন জানান।

এদিন কংগ্রেস দলের পাঁচ সদস্যকে নিয়ে অনাস্থাকে সমর্থন করতে আসেন কংগ্রেস নেত্রী মৌসম বেনেজির নূর-সহ অন্যান্যরা। সবমিলিয়ে অনাস্থার পক্ষে জেলা পরিষদে হাজির হন ২৪ জন সদস্য। বৈঠকের শেষে সভাধিপতির বিরুদ্ধে থাকা তৃণমূল সদস্যরা শামসুল হক প্রতিভা সিংহ বলেন, 'আমরা তলবি সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। আবার প্রশাসনও জানিয়েছে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে। সব মিলিয়ে সভাধিপতি আর চেয়ারে থাকছেন না। আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন করে বৈঠক ডেকে সভাধিপতি নির্বাচন করা হবে।' কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নূর বলেন, 'আমরা অনাস্থার পক্ষে। সভাধিপতিকে সরাতে চেয়েছিলাম। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা দলীয় স্তরে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।' মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৪৩টি আসনের মধ্যেই তৃণমূলের দখলে ছিল ৩৪টি আসন । কংগ্রেসের দখলে রয়েছে ৫টি এবং বিজেপি দখলে রয়েছে ৪টি আসন। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল। সভাপতি হয়েছিলেন লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারি সভাধিপতি ছিলেন এটিএম রফিকুল হোসেন। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদল হতেই তৃণমূলেরই এক গোষ্ঠী রীতিমতো দলেরই সভাধিপতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই বিপক্ষে দাঁড়ায়। একাধিক অনিয়ম ও নানান অভিযোগ তুলে সম্প্রতি ডিভিশনাল কমিশনারের কাছেই অনাস্থার প্রস্তাব এনে চিঠি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই অনাস্থার মামলা গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। এদিন হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তৃণমূলের ১৯ জন এবং কংগ্রেসের ৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির অপসারণের সমর্থন করেন। মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল বলে আর কিছু নেই। তাই এখ ানে ক্ষমতায় থেকে কোনও কাজ করতে পারছিলাম না। আমি আগেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি। তারপরে এদিন জেলা পরিষদে উপস্থিত হয় নি। এদিনের তলবি সভায় কি হয়েছে বলতে পারব না।'

জামুড়িয়ায় উত্তরেশ্বর মন্দিরে ভক্তের সমাগম

বাঁক কাঁধে পুজো দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বাঁক কাঁধে মন্দিরে বিধায়ক, পুণ্যার্থীদের সীতাভোগ বিতরণ। কথিত আছে, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ধনুর্বিদ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার নাম থেকেই জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামলা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উত্তরেশ্বর মন্দিরের নামকরণ। সেই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরেই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার ভোর থেকেই দেখা গেল ভক্তদের ঢল। শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দিতে সকাল থেকেই মন্দিরমুখী হন অসংখ্য পুণ্যার্থী। শিবভক্তদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে এদিন বাঁক কাঁধে উত্তরেশ্বর মন্দিরে পৌঁছন জামুড়িয়ার বিধায়ক ড. বিজন মুখার্জি। বাবা ভোলানাথের মাথায় জল অর্পণ করে ভক্তিভরে পুজো দেন তিনি। পাশাপাশি মানুষের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনাও করেন বিধায়ক। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার হওয়ায় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে বাড়তে থাকে পুণ্যার্থীদের ভিড়। ভক্তদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ। পুজো দিতে আসা মানুষের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও ভক্তির আবহ। এদিন উত্তরেশ্বর মন্দিরে দেখা যায় আরও একটি আকর্ষণীয় উদ্যোগ। শ্যামলা অঞ্চলের ভুড়িগ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য জিআই স্বীকৃত বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী সীতাভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের জন্য সীতাভোগের আয়োজন করা হয় বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এমন উদ্যোগ দেখে আপ্লুত হন বিধায়ক ডা. বিজন মুখার্জি। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদও জানান তিনি। পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক ডা. বিজন মুখার্জি বলেন, 'বাবার আশীর্বাদ নিতে এবং নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করতে হাজার হাজার মানুষ আজ উত্তরেশ্বর মন্দিরে ভিড় করেছেন। আমিও এসেছি। সকলের সহযোগিতায় ভক্তিভরে ভোলানাথের পুজো করলাম এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করলাম।' পাশাপাশি মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার পরিকাঠামো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিধায়ক। তাঁর কথায়, মূল রাস্তা থেকে উত্তরেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার পথটি কিছুটা সংকীর্ণ এবং আগাছায় ভরে উঠেছে। আগামী দিনে ওই রাস্তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন তিনি। অন্যদিকে, পুণ্যার্থীদের মধ্যে সীতাভোগ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া ব্যক্তিরা জানান, প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উত্তরেশ্বর মন্দিরে আগত ভক্তদের জন্য তাঁরা মিষ্টান্নের আয়োজন করেন। এবছর বর্ধমান থেকে সীতাভোগ এনে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের জন্য তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে এই উদ্যোগ আরও বড় আকারে করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তাঁরা। শ্রাবণের শেষ সোমবারে উত্তরেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে ভক্তদের এই বিপুল সমাগম, বিধায়কের বাঁক কাঁধে মন্দিরে আগমন এবং পুণ্যার্থীদের জন্য সীতাভোগ বিতরণের উদ্যোগ, সব মিলিয়ে দিনভর উৎসবমুখর হয়ে রইল শ্যামলার ঐতিহ্যবাহী উত্তরেশ্বর মন্দির চত্বর।

প্রকাশিত স্বাধীনতা পত্রিকা 'স্পন্দন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস তথা সপ্তাহ উদযাপনে বিদ্যালয়ে অঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা, কুইজ, পত্রিকা প্রকাশ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার সরকারি নির্দেশিকা ছিল - যা কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয় যথাযথভাবে পালন করে। সপ্তাহের শেষ দিনে বিদ্যালয়ের নিজস্ব দেওয়াল পত্রিকা 'স্পন্দন স্বাধীনতা ২০২৬' সংখ্যা প্রকাশ করলেন আনন্দবাজার পত্রিকার ডেপুটি ম্যানেজার ওয়াসমি ইয়াসমিন এবং অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার আর চন্দ্রশেখর। পত্রিকার সম্পাদক সুনীতা সাহা জানান, ছাত্রীদের রচিত এবং তাদেরই হস্তাক্ষরে লিখিত এই পত্রিকা দুদিনে প্রস্তুত করা হয়েছে। ওয়াসমি ইয়াসমিন রচনারীতি ও অলঙ্করণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডা. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, 'বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে আনন্দবাজারের প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক, অমূল্য। আমাদের ছাত্রীদের প্রচেষ্টাও বাংলা ভাষার গর্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ।' পাশাপাশি আজ লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে চক্ষু পরীক্ষা হয়।

নদীর বাঁধে ধস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: লাগাতার বৃষ্টিতে নদীর বাঁধে ধস। এলাকা প্লাবিত হওয়ার আতঙ্ক গ্রামবাসীদের। হিঙ্গলগঞ্জের রায়মঙ্গল নদীর রূপমপুর এলাকায় এই ধস নেমেছে। নদীর বাঁধে প্রায় ২০০ ফুটের মাটিতে ধস নেমেছে। যখন তখন বড় দুর্ঘটনার আশংকায় সুন্দরবনবাসী। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির ফলে হিঙ্গলগঞ্জের রায়মঙ্গল নদীর রূপমপুর এলাকায় নদীর বাঁধে প্রায় ২০০ ফুট ধস দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এই ধস যদি মেরামত না করা হয় তাহলে নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Susmita Guha, Father's Name - Sukamal Guha, of Murngacha, Sashibhusan School, PO - Jagheria, PS - Ghola, Barrackpore Commissionerate, Who has been missing since 16.03.2026, at about 20.00 hrs Residence under Ghola PS. Description of the Missing person is: **Age** - 18 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 1 Inch, **Wearing** - Pink Top and Blue jeans, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.

ICA-D 1269(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Female Dead Body,** found on 14.09.2025, at about 22.05 hrs, Found lying NH - 16, Regent International Hat, Dankuni Bound service road under PS - Domjur, Description of this Deadbody is: **Age** - 60 Years (Approx), **Sex:** Female, **Complexion**-Sallow, **Height**- 4 Feet 9 Inch, **Build**-Medium, **Hair**-White & Brown, **Wearing** - Blue Printed Saree. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1272(3)/2026

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক | punjab national bank

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন,
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থ তল), ক্যান্টনমেন্ট রোড,
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আগ্রহী প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে দুটি বিড সিস্টেমের অধীনে অর্থাৎ **গ্রাম + পোঃ- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০২**-এ লিজ/ভাড়া ভিত্তিতে শাখা অফিসের জন্য **(কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে)** টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড-এর প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ (টেকনিক্যাল বিড)-এ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে, যেমন- ঠিকানার বিবরণ, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি।
খাম নং ২ (ফিনান্সিয়াল বিড)-এ প্রতি বর্গফুট রেট ইত্যাদি থাকতে হবে।
যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি আলাদা সিল করা খামের উপরে ''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''ফিনান্সিয়াল বিড'' লিখে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে **১৪ দিনের মধ্যে** অর্থাৎ **৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখের ১৭.০০ টার আগে** সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ-এর উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই বিষয়ে কোনো ব্রোকারেজ/কমিশন প্রদান করা হবে কাম্য নয়। বিডের ফর্মগুলি আমাদের সার্কেল অফিস/বিও দৌলতাবাদ /পিএনবি ওয়েবসাইট (**https://pnbindia.in**)-এ পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক লিজ ডিডের খসড়া ফর্ম্যাটটিও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

সার্কেল হেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
২য় ফ্লোর, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল
পোঃ এবং জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩

প্রস্তাবিত লকার ভেঙে খোলার জন্য লকার ভাড়াকারীদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নীচে উল্লিখিত লকারগুলির ভাড়াকারী/যৌথ ভাড়াকারী এবং/অথবা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি, আইনি উত্তরাধিকারী বা উক্ত লকারগুলির সাপেক্ষে আইনি দাবি, অধিকার বা স্বত্ব থাকা অন্য কোনো ব্যক্তিকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের দ্বারা নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও উক্ত লকারগুলির ভাড়া এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ একটানা তিন বছরের বেশি সময় ধরে বকেয়া রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারী এবং/অথবা লকারের বিষয়বস্তুর ওপর কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ দাবি করা ব্যক্তিদের এতদ্বারা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিজ নিজ লকার-পরিচালনাকারী শাখার সাথে যোগাযোগ করতে এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে এবং/অথবা সমর্থনযোগ্য নথিপত্র সহ তাঁদের দাবি (যদি থাকে) জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এটি পালনে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক সেফ ডিপোজিট লকার সংক্রান্ত ব্যাঙ্কের নীতি এবং প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসারে, পরবর্তী কোনো নোটিশ ছাড়াই আগামী ০২.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১০০ টায় বা তার পরে সংশ্লিষ্ট লকার(গুলি) ভেঙে খোলার প্রস্তাব করছে।

শ্রীরামপুর শাখার জন্য : ৬১৭/এ, জি.টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী, ৭১২২০১

লকার আইডি	লকার ভাড়াকারীর নাম
এসডিএল৫০৯	সৌমেন সাহা
৫২	জ্যোতি প্রসাদ মজুমদার
এসডিএল২৪৭	গণেশ চন্দ্র সরকার
এসডিএল১৮	নিমাই চরণ নন্দী
এসডিএল১২৭	শেফালী মণ্ডল
৩	আগরওয়াল ওমপ্রকাশ
৮৪	দে সুলেখা
৮৬	সহদেব সাহা
এসডিএল৩২২	মৌমিতা সাহা

বেরেলা শাখার জন্য : (ভায়া বৈঁচি, গ্রাম পোঃ - বেরেলা, বেরেলা, হুগলী - ৭১২৬১১)

লকার আইডি	লকার ভাড়াকারীর নাম
৪	মমতা মুখার্জী

উপরোক্ত তারিখের আগে ব্যাঙ্কের কাছে প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ প্রদান, প্রতিনিধিত্ব, আপত্তি বা দাবি পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার আগে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে।
ভেঙে খোলার প্রস্তাবিত তারিখ ০২.০৯.২০২৬ সকাল ১১ টায়।

তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN : L65993WB1970PLC027781
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৮ম ফ্লোর), কলকাতা - ৭০০ ০১৬
টেলিফোন নং : (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০
ইমেইল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড-এর জন্য ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো (বিএসই লিমিটেড-এর সাথে তালিকাভুক্ত, সিকিউরিটি কোড ৫৩১০৯১, ISIN INE858C01027)

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড-এর প্রিয় বিনিয়োগকারীগণ,

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'')-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, আমরা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের সুবিধার্থে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত ১ বছর সময়ের জন্য (''স্পেশাল উইন্ডো পিরিয়ড'') আরেকটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে। স্পেশাল উইন্ডোটি উপলব্ধ থাকবে (ক) হস্তান্তরের সেই সমস্ত অনুরোধগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া বা প্রক্রিয়া করা হয়নি এবং (খ) হস্তান্তরের সেই সমস্ত নতুন অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হয়নি, তবে শর্ত থাকে যে আসল শেয়ার সার্টিফিকেট উপলব্ধ থাকতে হবে।

এই স্পেশাল উইন্ডো পিরিয়ডে হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি ট্রান্সফারির কাছে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন অবস্থায় থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ডে এই ধরনের শেয়ার হস্তান্তর/লিয়েন চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না। উক্ত সার্কুলারের অধীনে নির্ধারিত যথাযথ প্রক্রিয়া এই ধরনের অনুরোধের জন্য অনুসরণ করা হবে। অধিকন্তু, (ক) ট্রান্সফারের এবং ট্রান্সফারির মধ্যে বিরোধ জড়িত থাকা মামলা (যা আদালত/এনসিএলটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে), (খ) যে শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং (গ) ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হস্তান্তরের অনুরোধগুলি পুনরায় জমা দেওয়া / নতুনভাবে জমা দেওয়া, যেখানে আসল শেয়ার সার্টিফিকেট উপলব্ধ নেই, এই স্পেশাল উইন্ডো পিরিয়ডে তা বিবেচনা করা হবে না।

যোগ্য বিনিয়োগকারীদের সেবি-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এ উল্লিখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া লিমিটেড -এর কাছে উপরে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যার বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো

এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি., রসুই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর, ২০, স্যার আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০০১। টেলিফোন +৯১ ৩৩ ৬৯০৬ ৬২০০, ই-মেইল আইডি investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com.mufg.com, ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com.

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দিপালী সোনি
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং এ৬৫৬৫২)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৮.২০২৬

SKIPPER
স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
কর্পোরেট কার্যালয় : তিরুমালা ২২, ২২ ইস্ট তোপসিয়া রোড, ১২তম তল
কলকাতা - ৭০০ ০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১
ই-মেইল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com

বিজ্ঞপ্তি

ক. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, স্কিপার লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানসমূহ, এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') এবং এর সাথে পঠিত ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (এরপর সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১৩ মে, ২০২২ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 (এরপর সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর সাথে সম্মতি রেখে সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি) উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে আসন্ন এজিএম-এ উপস্থিত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

খ. উপরোক্ত সার্কুলারসমূহ মেনে, ৪৫তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তি (''বিজ্ঞপ্তি'') এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (''এমডিপিএল'')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত আছে। এছাড়াও, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি)-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের চিঠি ইস্যু করবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত নেই, যেখানে কোম্পানির ওয়েবসাইটে ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার ওয়েবলিঙ্ক প্রদান করা হবে। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও উপলব্ধ হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে প্রদান করা হবে।

গ. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী বা কোম্পানির কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই সেই সকল সদস্য আরটিএ-এর কাছে তা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এছাড়াও, যে সমস্ত সদস্য আরবিআই অনুমোদিত যে কোনো বৈদ্যুতিন অর্থপ্রদানের মোডের মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য এখনও তাদের ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, তারা https//mdpl.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ISR-১ সঠিকভাবে পূরণ করে আরটিএ-এর কাছে পাঠিয়ে তা নিবন্ধন করতে পারেন। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট আপডেট করা উচিত।

ঘ. সেবি তার ৭ মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 (পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 এবং ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 দ্বারা সংশোধিত) দ্বারা বাধ্যতামূলক করেছে যে ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর, শেয়ারহোল্ডারদের (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী) লভ্যাংশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই ধরনের অর্থপ্রদান শুধুমাত্র আরটিএ-কে প্যান, মোবাইল নম্বর সহ যোগাযোগের বিশদ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করার পরেই করা হবে।
সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.skipperlimited.com-এ Investors-Shareholder Information ট্যাবের অধীনে এবং আরটিএ-এর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.mdpl.in-এ Important Downloads ট্যাবের অধীনে উপলব্ধ উক্ত সেবি সার্কুলারগুলি দেখতে পারেন।

সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে :

ঙ. আইনের ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত অনুসারে)-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, এজিএম-এ সম্পাদিত হতে চলা বিষয়গুলির সাপেক্ষে কোম্পানি তার সদস্যদের এনএসডিএল -এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রদান করা হয়েছে।

চ. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যে সদস্যদের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় উপস্থিত থাকবে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশন(গুলি)-এর ওপর ভোট দেওয়া হলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং শনিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯ টা আইএসটি)-এ শুরু হবে এবং সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫টা আইএসটি)-এ শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫টা আইএসটি)-এ নিষ্ক্রিয় করা হবে। শুক্রবার, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

ছ. এজিএম-এ উপস্থিত যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা www.evoting.nsdl.com-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য হবেন।
যে সকল সদস্য এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

জ. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের "Download" বিভাগে উপলব্ধ "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" এবং "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" দেখতে পারেন, অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, ডিভিপি, এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী সদস্যরা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com ই-মেইল আইডিতে ই-মেইল করতে পারেন। আরও কোনো সহায়তার জন্য, সদস্যরা শ্রীমতী অনু সিং, কোম্পানি সেক্রেটারি, স্কিপার লিমিটেড-এর সাথে টেলিফোন নং ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১-এ বা ই-মেইল আইডি investor.relations@skipperlimited.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের অবগতি ও সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬

SBI
এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, "উইন্ডসর হাইটস", ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি,
ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৩
পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
নাম: শর্মি দাশগুপ্ত,
মোবা.: ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬, ৯৮৩০৩৩৯৯০৭

বাজেয়াপ্ত করা এবং বিক্রয়যোগ্য গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৬.০৮.২০২৬
সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি (EMD) পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী বিডাররা ২৫.০৮.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। প্রি-বিড ইএমডি-এর ক্রেডিট শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাওয়ার পর এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই বিডারকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই প্রি-বিড ইএমডি-র পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৮.২০২৬ দুপুর ২:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **২৬.০৮.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা(দের) থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয় ইত্যাদি (সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে) আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং	জ্ঞাত দায়ভার (যদি থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না অর্থ জমা এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেক এবং মডেল:** টাটা মোটরস ইন্ডিয়া লিমিটেড, TATA PUNCH EV ADVLR, **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪৪১৫৪০৪৬৯২৯, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB01BD1802, **ইঞ্জিন নং:** TZ180XS91AB25043348, **চ্যাসিস নং:** MAT833021SPDV5623, **তৈরির বছর:** ২০২৫। **মালিক: শ্রী সুরেন্দ্র নাথ তাতওয়া**	**৮,৮৫,০০০/- টাকা (জিএসটি সহ)** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ৮৮,৫০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা
২.	**মেক এবং মডেল:** মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, ALTO K10 VXI+, **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২৩৬৬২৯৬৫৪৫, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB20BU2024, **ইঞ্জিন নং:** K10CN1199570, **চ্যাসিস নং:** MA3SFM61SPK224651, **রেজিস্ট্রেশনের বছর:** ২০২৩ **মালিক: শ্রী প্রসেনজিৎ মণ্ডল**	**২,৪৮,০০০/- টাকা (জিএসটি সহ)** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ২৪,৮০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, ''উইন্ডসোর হাইটস'' ২৭৭ উত্তর কুমড়োখালি,
ইএম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল - sbi.16286@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার : নাম : শর্মি দাশগুপ্ত, মো : ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬, ৯৮৩০৩৩৯৯০৭ ইমেল আইডি : sbi.16286@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিতয় সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত আছে) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৫.০৯.২০২৬ সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী স্নেহাশীষ দাস** পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস এবং **শ্রীমতি চন্দনা দাস** স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস **ঠিকানা ১)** পি-৪০, প্রগতি এভিনিউ, রায়নগর, (প্রগতি সংঘ ক্লাবের নিকট, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ২.** ফ্ল্যাট নং টি২, চারতলা, ব্লক জে, ''মা অ্যাপার্টমেন্ট'', প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ৩ :** ফ্ল্যাট নং টি১, চারতলা, ব্লক জে, ''মা অ্যাপার্টমেন্ট'', প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি২, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম দিকে) পরিমাপ আনুমানিক ৯৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম,এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ফিটিংস এবং ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিলের বিস্তারিত : নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৭২ থেকে ৬১০০০, দলিল নং ১৬০৫০১৭০০-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস,২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।**	৯৬,৯২,৬৪৮.০০ টাকা (ছিয়ানব্বই লাখ বিরানব্বই হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা) **৩০.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ৩১.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	**সম্পত্তি ১ :** ৩৭,৬৮,০০০ টাকা / ৩,৭৬,৮০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা; **সম্পত্তি ২ :** ৪১,৮৮,০০০ টাকা / ৪,১৮,৮০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা

সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি১, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) দিকে পরিমাপ আনুমানিক ৯৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দুই বেড রুম,এক কিচেন,এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত **মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে,** অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, । অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ফিটিংস এবং ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
দলিলের বিস্তারিত : নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৪৪ থেকে ৬০৯৭১, দলিল নং ১৬০৫০১৬৯৯-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।

দখলের ধরণ : স্বত্ব — **পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
• ইচ্ছুক দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত অনুধাবন করতে।

তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬
স্থান - উত্তর কুমড়োখালি, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রঘুনাথপুরে অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রীর

৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা বাম আমলে অধিগ্রহণ করা জমিতেই রাজ্যের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী তাপস রায়, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার এবং পরিবহণ ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং পূর্ত প্রতিমন্ত্রী নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো-সহ জেলার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার একাধিক সাংসদ ও বিধায়কগণ, রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। ২০০৭ সালের দুর্গা পঞ্চমীর দিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের দুরমুট এলাকায় অধিগ্রহণ করা ১৫০০ একর জমির উপর জয় বালাজি শিল্প গোষ্ঠীর কারখানা গড়ার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু শিলান্যাস করার পর কারখানা গড়ে ওঠেনি। তারই মধ্যে সরকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাতেও ওই জমিতে কারাখানা তৈরি হয়নি।

অধিগ্রহণ করা জমি জয় বালাজি গোষ্ঠী ফেরৎ দিয়ে দেয় সরকারকে। তারা এখানে শিল্প না গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় ফের সরকার পরিবর্তন হয়। আর রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার প্রায় চার মাসের মধ্যেই বাম আমলের অধিগ্রহণ করা জমির উপর অত্যাধুনিক ভারী ইস্পাত কারখানা তৈরি হতে চলেছে। রুক্ষ পুরুলিয়ার মাটিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রজেক্টের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এদিন পুরুলিয়ার মানবাজার ও রঘুনাথপুরে জোড়া কর্মসূচি ছিল। তাই সোমবার দুপুরে আকাশ পথে মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ায় আসার কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য সড়ক পথে পুরুলিয়াতে পৌঁছান। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-১ ব্লকের দুরমুট মৌজায় গড়ে উঠতে চলেছে এই বেসরকারি অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানাটি। রুক্ষ পুরুলিয়ার মাটিতে স্বাভাবিকভাবেই জেলার শিল্পাঞ্চলের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক যুক্ত হতে চলেছে। রঘুনাথপুর-১ ব্লকের দুরমুট মৌজায় এই শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম-এর কাছ থেকে মোট ১৫১ একর জমি নিয়ে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে অত্যাধুনিক এই ইস্পাত কারখানার পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

রামপুর চেকপোস্টে আচমকা পরিদর্শন

শীঘ্রই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাগু হবে রাজ্যের সব চেকপোস্টে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত কুলটির ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে সংবাদ শিরোনামে থাকা বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার রামপুর চেকপোস্টে সোমবার হঠাৎ হাজির হন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। চেকপোস্টের বর্তমান পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি উপস্থিত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠক শেষে তিনি জানান, 'পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা ফেরানো।' তিনি বলেন, 'কর আদায় ব্যবস্থাকে একশো শতাংশ অনলাইন করা হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে কর্মরত এমভিআই আধিকারিকদের জন্য চালু হচ্ছে 'বডি ক্যামেরা'। পাশাপাশি গোটা চেকপোস্টে লাগানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা, যা সরাসরি যুক্ত থাকবে হেডকোয়ার্টারের সেন্ট্রাল 'ওয়ার রুম'-এর সঙ্গে।' এতদিন ধরে চলে আসা 'ডান্ডা ট্যাক্স' সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসন করে মন্ত্রী সাফ জানান, 'এটি মূলত বেআইনি ওভারলোডিংয়ের বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে আদায় করা বিশেষ রেভিনিউ ট্যাক্স।'

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি রামপুর এমভিআই চেকপোস্টে ভিন রাজ্যের গাড়ি চালকদের ভুয়ো করের নামে হয়রানি ও বেআইনি তোলাবাজির অভিযোগে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজ্য প্রশাসনের জিরো টলারেন্স নীতি মেনে এই দুর্নীতি-কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই এমভিআই আধিকারিক নাজিমুল হক ও অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরখাস্তের পর গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তদন্তে নেমে স্থানীয় এক হোটেল মালিক এবং আরও এক দালাল-সহ মোট চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, উদ্ধার হয় হিসাব বহির্ভূত টাকা। এই ঘটনার তদন্ত এখনো চলছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'দুই আধিকারিক গ্রেপ্তারের ঘটনায় কিছুটা হলেও অন্য আধিকারিকরা ভয়ের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে নিজেদের ডিউটি করলে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। সরকার সততার সঙ্গে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের পাশে সব সময় থাকবে।' প্রসঙ্গত, এইরকম পরিস্থিতিতে পরিবহণ মন্ত্রীর চেক পোস্ট পরিদর্শন এবং চেকপোস্টে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাঘু করার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডিম-থেরাপির পালটা 'পিস্তল-হুঁশিয়ারি' কীর্তির

নিশানায় বিজেপি-আরএসএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্কুলে মিড-ডে মিলে ডিম দেওয়া বন্ধ হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'ডিম' ছোড়ার ঘটনা থামছে না। এই অভিযোগের পাল্টা এবার সরাসরি 'পিস্তল-হুঁশিয়ারি' তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের। নিজের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সধারী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদের বার্তা, 'আমাদেরও নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে।' সাংবাদিক বৈঠকে কীর্তি বলেন, 'আমরাও নিজের সুরক্ষার জন্য পিস্তলের লাইসেন্স নিচ্ছি। আমাদেরও নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে চড়েছে

রাজনৈতিক উত্তাপ। ডিম ছোড়ার ঘটনাকে সামনে রেখে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব কীর্তি, একই সঙ্গে নিশানা করেছেন বিজেপি ও আরএসএসকেও। বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর আরও চড়িয়ে কীর্তির দাবি, তাঁরা ভয় পাওয়ার মতো মানুষ নন। নিজের ক্রিকেটজীবনের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর বক্তব্য, ভারতের হয়ে মাঠে নেমে দেশের সম্মান ও মর্যাদার জন্য লড়াই করেছেন তাঁরা। ফলে রাজনৈতিক চাপ, হামলা কিংবা ভয় দেখিয়ে তাঁকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না, এমনই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। ডিম ছোড়ার অভিযোগ থেকে শুরু করে এবার লাইসেন্সধারী পিস্তল রাখার ঘোষণা কীর্তি আজাদের এই মন্তব্যে দুর্গাপুরের রাজনীতিতে নতুন করে শুরু হয়েছে 'ডিম বনাম পিস্তল' তরজা। সাংসদের এই হুঁশিয়ারি ঘিরে বিরোধীদের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল।

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই ভক্তদের সঙ্গে বাবার মাথায় জল ঢাললেন। বিধায়ক জানান, 'বাবার আশীর্বাদে যেন আমরা সকলেই ভালো থাকি এবং চন্দ্রকোনা বিধানসভাবাসী ভালো থাকেন এটাই কামনা করছি।'

তীর্থস্থানের নামে তারাপীঠকে জতুগৃহ বানিয়েছে তৃণমূল: অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: 'তৃণমূলের জামানায় তীর্থস্থানের নামে তারাপীঠকে জতুগৃহ বানানো হয়েছে। কংক্রিকেটের শহরে ব্যবসার নামে মানুষকে লুঠ করা হচ্ছে। মদ, গাঁজা, জুয়া থেকে শুরু করে সবকিছু পাওয়া যায়।' তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যুর পর বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই অভিযোগ তুললেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীরবাবুকে বারবার বলতে শোনা গিয়েছে, 'পয়সা দিলে তারাপীঠে সবকিছু পাওয়া যায়।' সবকিছু বলতে অধীরবাবু কি তারাপীঠে দেহ ব্যবসার কথা বলতে চেয়েছেন? রাজনৈতিক মহল অবশ্য এমনই মনে করছেন। তিনি আরও বলেন, 'ধর্মের নামে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করে শোষণ চলছে। হোটেলে সবকিছু হয়। সব কিছু হয় মানে মদ, গাঁজা, জুয়া সবকিছু পাওয়া যায়। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। দেখভাল নেই। পয়সা থকলে সব কিছু পাওয়া যায়। টাকা দিলে আপনি আগে দেবী দর্শন করতে পারবেন। টাকা না দিলে সারাদিন লাইন দিয়েও দেবী দর্শন হবে না। আজকের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ প্রমাণিত হল। বাণিজ্যের নামে তারাপীঠকে ধ্বংশস করা হচ্ছে।' তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অধীরবাবু পরোক্ষভাবে বিদায়ী তৃণমূল সরকারকেই দায়ি করেছেন। সোমবার ভোরে তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জখম ২৭ জন চিকিৎসাধীন। মৃতদের মধ্যে ৫ জন মেঘালয়ের বাসিন্দা। বাকি ৩ জন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হোটেলের এসির শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। হোটেলের মূলগেট বন্ধ থাকায় আবাসিকরা এলার্ম শুনে বেরিয়ে যেতে পারেনি। এদিন অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনার পর বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর চৌধুরী তারাপীঠের ভৌগলিক অবস্থান বদলের জন্য তৃণমূল সরকারকে দায়ি করেছেন।

খানাকুলে আসছে বিধায়ক সুশান্তর 'সমাধান' অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এক ক্লিকেই সমস্যার সমাধান। খানাকুলে আসছে বিজেপি বিধায়কের 'সমাধান' অ্যাপ।প্রযুক্তির হাত ধরে এবার আরও দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর উদ্যোগ নিলেন খানাকুল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সমাধানের উদ্যোগ নিতে খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে 'সমাধান' অ্যাপ। বিধায়কের এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে খানাকুলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, খানাকুল বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা এই অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি নথিভুক্ত করতে পারবেন। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, জল নিকাশি-সহ মোট ১২টি বিভাগে অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকবে। অ্যাপে অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পর তা দ্রুত বিধায়কের কাছে পৌঁছে যাবে। এরপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন বিধায়ক নিজে। শুধু অভিযোগ জানানো নয়, খানাকুল বিধানসভার বিভিন্ন

এলাকায় চলা উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য, কাজের রিপোর্ট এবং বিধায়কের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সাক্ষাতের সময় ও স্থান সম্পর্কেও এই অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে। ফলে একই প্ল্যাটফর্মে অভিযোগ, উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য এবং বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ মিলবে বলে জানা যাচ্ছে। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'খানাকুলের মানুষের সমস্যা শুনে দ্রুত তার সমাধানের চেষ্টা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। অনেক সময় সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা বিধায়কের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে পারেন না। সেই দূরত্ব কমাতেই 'সমাধান' অ্যাপ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানুষ মোবাইলের মাধ্যমে এক ক্লিকেই তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। অভিযোগ আমাদের কাছে পৌঁছনোর পর যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।' সবমিলিয়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনসংযোগ ও নাগরিক পরিষেবাকে আরও সহজ করার লক্ষ্যেই এই অ্যাপটি চালু হওয়ার পর খানাকুলের মানুষের সমস্যার সমাধানে কতটা কার্যকর ভূমিকা নেয়।

মহম্মদ সেলিমের নিশানায় একযোগে তৃণমূল ও বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বর্ধমানে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে নিশান করলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম। এদিন তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ড থেকে শুরু করে বগটুইকাণ্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থেকে শুরু করে দুর্নীতি,এছাড়াও বর্ধমান থেকে জঙ্গি গ্রেপ্তার এবং ইন্দাসে ককরোজ জনতা পার্টির সদস্যের বাবাকে মারার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা-সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপি সরকারকে একযোগে নিশানা করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সোমবার বর্ধমান জেলা কমিটির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কার্যত 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি' ও আইনের শাসনকে সামনে রেখে তৃণমূল-বিজেপি দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি।

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রসঙ্গে সেলিমের কটাক্ষ, 'কোন অ্যাকাউন্ট? কত সাদা টাকা আছে, তার থেকে বেশি কালো টাকা আছে।' তাঁর অভিযোগ, বেআইনি পথে অর্জিত অর্থ এবং বিভিন্ন নামে থাকা সম্পত্তির তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। শুধু অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করলেই হবে না, বেআইনি সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত, আম্ফান, আবাস, ১০০ দিনের কাজ, শিক্ষক নিয়োগ ও চিটফাণ্ড-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে বেআইনি সম্পত্তি নিলাম করে সেই অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ড ও বগটুই থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধের তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য, 'সব খুলুক। কিন্তু অপরাধীরা শাস্তি পাক, দুর্নীতি দমন হোক।' তাঁর অভিযোগ, সরকার বদলালেও জবাবদিহিতার প্রশ্নে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়নি। বগটুই ও অন্যান্য মামলার তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সম্প্রতি বর্ধমান থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছে এক যুবক, সেই প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম তদন্তকারী সংস্থা

নিয়ে নয়, তদন্তের পরবর্তী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রেপ্তারের পর মামলার তদন্ত, প্রমাণ এবং আদালতে বিচার- সবকিছুরই ধারাবাহিক ফলোআপ প্রয়োজন। জঙ্গি দেখে ধরতে হবে। তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস দিতে হবে, নয়তো সরকারের নির্ভরযোগ্যতা চলে যায়।' অন্যদিকে বাঁকুড়ার ইন্দাসে সিজেপি-র আন্দোলনকারীর সদস্যের বাবার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন সেলিম। এফআইআর দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্ব, আক্রান্তকে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন তিনি। স্কুলের পরিকাঠামো ও মিড-ডে মিল নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিজেপিটা কি একটা ভারতীয় জনতা পার্টি, না ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী?' একইসঙ্গে তৃণমূলের আমলের অপরাধের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও কঠোর মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'সরকার ও দল- দুই ক্ষেত্রেই অপরাধীদের প্রশ্রয়ের অভিযোগ উঠছে।'

বিধানসভায় সই জাল সংক্রান্ত ফরেনসিক রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সেলিমের সংক্ষিপ্ত কটাক্ষ, 'গোটা দলটাই জালি, আর তারা সই-জাল নিয়ে কথা বলছে!'

আন্দোলনের প্রস্তুতি ভোটাধিকার বাঁচাও মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআর-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া ও ট্রাইব্যুনালের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার ডাক দেওয়া হলো। এই দাবিকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার নসরতপুরে গণেশচন্দ্র কর্মকার তাঁত কাপড় হাটে আয়োজিত হয় একটি সভা। সভায় আলোচ্চ বিষয়ে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। সমুদ্রগড়ের গণেশচন্দ্র কর্মকার কাপড় হাটে এই সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক 'ভোটাধিকার বাঁচাও মঞ্চ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি'। এসআইআর-কে ঘিরে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা, নাগরিকদের ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিষয় নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই আইনজীবী।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিটি গঠন বড়জোড়া শিল্পতালুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একটা দূষণ বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠতে দ'দশকের বেশি সময় কেটে গেল বড়জোড়া মেজিয়া শিল্পাঞ্চল এলাকায়। মঙ্গলবার এই নিয়ে একটি কনভেনশনের আহ্বান করেছিলেন বড়জোড়ার কিছু নাগরিক। তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। চাপ বা অন্যকোনো প্রলোভনে এই সংগঠনও হারিয়ে যাবে না তো প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কনভেনশনে উঠে এলো বাঁকুড়া জেলাকে যদি দু'ভাগ করা যায়, তাহলে এর দক্ষিণে অরন্য সুন্দরী জঙ্গলমহলের দূষণমুক্ত পরিবেশ। অন্যদিকে উত্তর বাঁকুড়ার বড়জোড়া-মেজিয়া খনি ও শিল্পাঞ্চলের অসংখ্য কলকারখানার সাইরেনের সুমধুর সুর। গল্পের পাতায় চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় অনায়াসে। কিন্তু একদিকে জঙ্গল অন্যদিকে শিল্প এই দুইয়ের মেলবন্ধনে যখন বাঁকুড়ার অবহেলিত চিত্রটা পাল্টে যাওয়ার কথা তখন তার উল্টো ছবিটাই প্রকট হয়ে উঠেছে গত দেড় দু'দশকে। অরণ্যের সুষমায় সজ্জিত জঙ্গলমহল দুঃখিনী বাঁকুড়ার সেই অবহেলিত কন্যাই রয়ে গেল আর শিল্পাঞ্চলের মানুষ দূষণে জেরবার। পরিবেশ গত নানান রোগে আক্রান্ত বহু অসহায় গরিব পরিবারগুলি। এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক আন্দোলন হয়েছে বহুবার কিন্তু তার ধারাবাহিকতার অভাবে তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় পৌঁছেনি। কোনো এক অদৃশ্য হাতের খেলায় আন্দোলন মাথানত করেছে নীরবে। দূষণে জেরবার গোটা উত্তর বাঁকুড়ার বড়জোড়া, মেজিয়া, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা এবং বিষ্ণুপুরের একাংশের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন দূষণ বিরোধী অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদও দেখা দিয়েছে। তাই মঙ্গলবার অরাজনৈতিক ভাবে গঠিত হল দূষণ বিরোধী সংগঠন শিল্পাঞ্চল জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি। এই কমিটির আহ্বায়ক করা এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়েছে অজিত ঘোষকে। তিনি বলেন, 'বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের বড়জোড়া, ধানশোল, বীরসিংহপুর, হাট-আসুড়িয়া, পখন্না, প্রতাপপুর, চুনপড়া, শালগাড়া, উপরশোল, ঘুটগোড়িয়া, বাগুলি, কেশবপুর, মনোহর সহ শতাধিক গ্রাম বড়জোড়ার খনি ও শিল্প কলকারখানার দূষণের দায়ে ধুঁকছে।' সভায় উপস্থিত শিক্ষক সুজয় চৌধুরী বলেন, 'বড়জোড়া-মেজিয়া শিল্পাঞ্চলেই শতাধিক ছোটো বড়ো কারখানা রয়েছে। খোলামুখ কয়লা খনি রয়েছে দুটি এবং ইসিএলের আন্ডার গ্রাউন্ড খনিও রয়েছে। এগুলি কেন্দ্র ও রাজের পরিবেশ মন্ত্রক ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই অনুমোদন পায়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেয় সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনও প্রতিশ্রুতিই পালিত হচ্ছে না।' বিশিষ্ট আইনজীবী নারায়ন চন্দ্র খাঁ বলেন, 'জমিতে ফসল হচ্ছে না। পুকুরের জলে ও মাঠের ঘাসের কালো আস্তরন পড়ছে। গবাদি পশু সেই জল-ঘাস খেয়ে মারা যাচ্ছে।' তিনি বলেন, জেলায় একমাত্র ভারী শিল্প ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সেখানের ছাই পুকুরের দূষণে লটিয়াবনি, রাধাকৃষ্ণপুর, হদলবনি,সারাঙ্গপুর, নিত্যানদপুর, চৈতন্যপুর, সুবিয়াড়া, মাছবান্দা, খটিয়ালা, দুর্লভপুর, আলমডাঙ্গা, হাঁসপাহাড়ী, নন্দনপুর সহ অসংখ্য গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। চাযের জমি হোগলা গাছে ভরে গেছে ছাই মিশ্রিত জল বয়ে চলায়। মেজিয়ার শ্যাম স্টিলের সম্প্রসারণের ভূমি পূজা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দূষণ নিয়ে এই শ্যাম স্টিলের বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ এলাকাবাসীর। সংগঠনের আহ্বায়ক অজিত ঘোষ বলেন, 'পুজোর আগেই সেপ্টেম্বর মাসে আমরা রাজ্যের বিখ্যাত পরিবেশবিদদের নিয়ে বড় করে কনভেনশনের ডাক দিচ্ছি। সব রাজনৈতিক দলের কাছেই আমাদের আবেদন, দূষণ নিয়ন্ত্রণে আমাদের আন্দোলনের পাশে থাকুন।'

জেলে বসেই আনিসুরকে খুনের পরিকল্পনা, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদ, নদিয়া: নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তার ছেলে খুনে উঠছে নানান রকম প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই ঘটনায় নদিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য তথা এলাকার ত্রাস জুব্বার শেখের স্ত্রী তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড মনে করা হচ্ছে তার স্ত্রী ফাতেমা বিবিকেই। যদিও পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই কংগ্রেস নেতা ও তার ছেলে খুন যে রাজনৈতিক তা একেবারেই স্পষ্ট। সম্ভবত জমি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে এই খুন বলে প্রাথমিক ধারনা। নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জাতীয় সড়কের ধারে একটি ১০ বিঘা জমি রয়েছে। তার দখলদারি নিয়ে জুব্বারের সাথে কালীগঞ্জের এক ব্যক্তির লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরে। রাজ্যে পরিবর্তনের পর নিজের জমি ফেরত পেতে জুব্বারের শরণাপন্ন হয়েছিল কালীগঞ্জের এক ব্যক্তি। অর্থাৎ যার নামে জমির রেকর্ড রয়েছে। আর তাতে সমস্ত রকম আইনি সহযোগিতা করেছিল কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান। আর তাই জেলে বসেই সম্ভবত এই খুনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে জুব্বার। ইতিমধ্যেই সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যেহেতু মৃতের পরিবার ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে জুব্বার যেখানেই থাকুক না কেন সারা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার লোকজন। জুব্বারের নির্দেশে সবকিছুই করা সম্ভব। এই খুন ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে বেথুয়া ডহরি থেকে বাবা আনিসুর রহমানকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে ফিরছিল আইনের ছাত্র আবু সুফিয়ান। সেই সময় নাগাদি রেল আন্ডার পাশের সামনেই তাঁর গাড়ি আটকায়। প্রথমে এলোপাথারি কোপ তারপর ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে কংগ্রেস নেতাকে। যেহেতু আনিসুর রহমানের ছেলে আবু সুফিয়ান খুনিদের চিনতে পেরেছিলেন। তাই তাকেও একইভাবে খুন করা হয়। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশের ধরপাকড় ও তদন্ত চলছে জোরদার। যদিও এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অতুল ভি মেসেজ মারফত জানান, 'এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার রয়েছে তিন জনই।'

মানব পাচারে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: সীমান্ত এলাকায় মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। সেই অভিযোগে মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেপ্তার আরও দুই। পুলিশের উপর হামলা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মোট তিন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ঘটনাটি বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার সরফরাজপুর গ্রামে। সীমান্তে মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত আব্দুল কাইয়ুম নামে এক ব্যক্তিকে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যায়। তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে আব্দুল কাইয়ুমের অনুগামীরা পুলিশের কাজে বাধা দেয় এবং পুলিশকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে আব্দুল কাইয়ুমকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশকে মারধর এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের নাম মুন্না গাজী ও আব্দুস সামাদ।

শ্রাবণের শেষে বীরভূমের শিবমন্দিরগুলিতে ভক্তের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে রবিবার বিকেল থেকেই বীরভূমের বিভিন্ন শিবমন্দিরে বাড়তে শুরু করেছিল শিবভক্তদের ভিড়। কাঁধে বাঁক, হাতে পুণ্যজল, খালি পায়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে ছুটছেন অসংখ্য ভক্ত। শ্রাবণের শেষ সোমবারকে ঘিরে সোমবার বীরভূমের বিভিন্ন প্রাচীন শিবমন্দিরে ভক্তসমাগম আরও বাড়বে আশা প্রকাশ করেই পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল সর্বত্রই। বীরভূমের বক্রেশ্বর, কলেশ্বরের কলেশ্বরনাথ মন্দির, কোটাসুরের শিবমন্দির, দুবরাজপুরের জপেশ্বর মন্দির এবং বোলপুরের সুরথেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ঢল সামলাতে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং ভক্তদের নিরাপত্তার দিকেও নজর রেখেছিল জেলা প্রশাসন। শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার রীতি ঘিরে রয়েছে দীর্ঘদিনের ধর্মীয় বিশ্বাস। হিন্দু ধর্মীয় পরম্পরায় শ্রাবণ মাসকে মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় মাস হিসেবে মনে করা হয়। বিশ্বাস অনুযায়ী, এই মাসে ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে জল, দুধ বা গঙ্গাজল অর্পণ করলে মহাদেব প্রসন্ন হন এবং ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিশেষ করে শ্রাবণের সোমবারকে শিবপূজার জন্য অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। তাই শ্রাবণের প্রতিটি সোমবারেই শিবমন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় বাড়ে।

শিবভক্তদের মধ্যে প্রচলিত 'কাঁওয়ার যাত্রা' বা বাঁক নিয়ে জল আনার রীতিও এই ভক্তিরই অন্যতম প্রকাশ। ভক্তরা বিভিন্ন পবিত্র নদী বা জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে কাঁধে বাঁক নিয়ে খালি পায়ে মন্দিরে পৌঁছন এবং সেই জল শিবলিঙ্গে অর্পণ করেন। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এই জল বহন করাকে অনেকেই ভক্তি, সংযম ও সংকল্পের প্রতীক হিসেবে দেখেন। পুরাণকথাতেও শ্রাবণ মাসের সঙ্গে মহাদেবের সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। সমুদ্র মন্থনের সময় হলাহল বিষের প্রভাবে সৃষ্ট বিপদ থেকে দেবতা ও বিশ্বকে রক্ষা করতে শিব সেই বিষ ধারণ করেন। তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। লোকবিশ্বাসে সেই সময় শিবকে শীতল রাখতে জল ঢালার সঙ্গে শ্রাবণে শিবলিঙ্গে জল অর্পণের রীতির একটি যোগসূত্রের কথা বলা হয়। যদিও এই ব্যাখ্যার বিভিন্ন পুরাণভিত্তিক ও আঞ্চলিক রূপ রয়েছে, ভক্তদের কাছে শ্রাবণে জল ঢালা মূলত মহাদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের প্রতীক। শেষ সোমবার হওয়ায় এদিন ভক্তসমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি থাকাই বাড়তি সতর্ক ছিল প্রশাসন। সেই কারণে মন্দিরগুলিতে বাড়তি পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও ভক্তদের পরিষেবা দিতে এগিয়ে এসেছে। বোলপুরের সুরথেশ্বর মন্দিরে আগত ভক্ত এবং পথে থাকা শিবভক্তদের জন্য জল, শরবত ও খাবারের ব্যবস্থা করেছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সমতা মঞ্চ। বিভিন্ন এলাকাতেও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে জলছত্র ও পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বক্কেশ্বরও জলছত্রের ব্যবস্থা করেছিল সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়া রেড রোজ ক্লাব। সব মিলিয়ে শ্রাবণের শেষ সোমবারকে ঘিরে বীরভূমে একদিকে যেমন মন্দিরগুলিতে পুজো ও ভক্তির আবহ, অন্যদিকে তেমনই ভক্তদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির তৎপরতা ছিল তুঙ্গে।

ইউক্রেনে ভারতীয় শিল্পপতির কারখানায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার

মৃত ২

কিয়েভ, ১৭ অগস্ট: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এবার ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় শিল্পপতির মালিকানাধীন ইস্পাত কারখানা। রবিবার ইউক্রেনের ক্রিভিই রিহ্‌ শহরে সে দেশের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রাশিয়া। ঘটনাচক্রে, ওই ইস্পাত কারখানাটি ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলের মালিকানাধীন। কারখানা কর্তৃপক্ষ ইউক্রেনের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কারখানার ১০ জন শ্রমিক।

মিত্তলের মালিকানাধীন ওই ইস্পাত কারখানার নাম 'আরকেলরমিত্তল'। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরেই কারখানায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারখানার ভিতরে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। শুধু ক্রিভিই রিহ্‌ শহরেই নয়, রবিবার ইউক্রেনের দক্ষিণ জাপোরিঝঝিয়াতেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এই হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ক্রিভিই রিহ্‌ শহর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির জন্মস্থান। স্বাভাবিক ভাবেই এই শহরের ইস্পাত কারখানায় রুশ আক্রমণের ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

গত কয়েক দিন ধরেই রাশিয়ায় ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। সম্প্রতি এমনই এক হামলায় রাশিয়ায় ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে। মস্কোর আঞ্চলিক গভর্নর জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক অতীতে সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে, শনিবার রাতে তারা ইউক্রেনের ৮২২টি ড্রোনকে প্রতিহত করেছে। মনে করা হচ্ছে, ড্রোন হামলার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মস্কো।

শ্রাবণের শেষ সোমবার মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৭ পুণ্যার্থী

বিহার

পাটনা, ১৭ অগস্ট: বিহারের মন্দিরে চরম পরিণতি। সোমবার সকাল ৭ নাগাদ এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে মন্দিরেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৭ পুণ্যার্থীর। গুরুতর জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিহারের লখিরাইয়ের অশোকধাম মন্দিরে গিয়েছিলেন পুণ্যার্থীরা।

লখিসরাইয়ের অশোকধাম মন্দির ইন্দ্রদমনেশ্বর মন্দির নামেও পরিচিত। জেলার অন্যতম বিখ্যাত শিবমন্দির। ইন্দ্রদমনেশ্বরের মন্দির ছাড়াও সেখানে রয়েছে পার্বতী, নন্দী এবং দুর্গার মন্দির। সারা বছর জুড়েই এই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় হয়। তবে শ্রাবণ মাসে, বিশেষত সোমবারে এবং শিবরাত্রির দিন ভিড় আরও বাড়ে।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মন্দির চত্বরে একটি বিদ্যুতের তার পড়ে রয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন পুণ্যার্থীরা। অত্যধিক ভিড়ের মধ্যেই একে অপরকে টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় সাত জনের। জখম পুণ্যার্থীদের ইতিমধ্যেই লখিসরাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় ঠিক কত জনের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও জানায়নি লখিসরাই জেলা প্রশাসন। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লখিসরাইয়ের জেলাশাসক শৈলেন্দ্র কুমার সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে ৭টার মধ্যে পর পর দু'টি ট্রেন পুণ্যার্থীদের নিয়ে মন্দিরের নিকটবর্তী স্টেশনে পৌঁছোয়। তাই মন্দির চত্বরে ভিড় আরও বেড়ে যায়। তাঁর কথায়, 'সাত জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। বলা হচ্ছে যে, বিদ্যুতের একটি খুঁটি পড়ে যাওয়ায় মন্দিরের ভিতর কয়েক জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আর তার জেরেই এই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা। তবে সব কিছু খতিয়ে দেখার পরেই আমরা আপনাদের আসল কারণ জানাতে পারব।'

জেলাশাসক এ-ও জানিয়েছেন যে, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু হুড়োহুড়িতে একদিকের ব্যারিকেড ভেঙে যায়। একে অপরের গায়ে পড়ে যান পুণ্যার্থীরা। বেশ কয়েক জনকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করা গেলেও ভিড়ের চাপে সবাইকে বার করে আনা সম্ভব হয়নি।

শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আগে বড়সড় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের শাহজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করেছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সোমবার এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ১৪টি রাজ্যে অভিযান চালিয়ে এই নেটওয়ার্কের ২০০-রও বেশি সদস্যকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড, পিস্তল, কার্তুজ এবং গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সরকারের প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের একটি জঙ্গি সংগঠন। ভারতে গ্রেনেড, আইইডি এবং পেট্রল বোমা হামলা, পাশাপাশি টার্গেট কিলিংয়ের সঙ্গে এই সংগঠনের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ, প্রতিরক্ষা এবং ধর্মীয় স্থানগুলির রেইকি করার জন্য স্থানীয়দের টাকাও দেওয়া হত বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ভাট্টির বিরুদ্ধে একাধিক মামলার তদন্ত করছে এনআইএ। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের মার্চে জলন্ধরের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রজার সান্ধুর বাড়িতে

প্রশংসা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

গ্রেনেড হামলার অভিযোগও।

এদিন এক্স হ্যান্ডলে অমিত শাহ লেখেন, 'স্বাধীনতা দিবসের আগে মোদী সরকার আইএসআই-মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করেছে। এবং ২০০-রও বেশি সদস্যকে গ্রেপ্তার করে তাদের নাশকতামূলক হামলার পরিকল্পনা বানচাল করেছে।' তিনি আরও লেখেন, 'ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ১৪টি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই নেটওয়ার্ককে ছিন্নভিন্ন করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো-টলারেন্স নীতির এটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।'

অমিত শাহ আরও জানান, আইএসআই-র কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত এই সংগঠনের কাছ থেকে আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড, পিস্তল, জীবন্ত কার্তুজ এবং গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহৃত সিসিটিভি ক্যামেরা-সহ বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে এই নেটওয়ার্কের যোগ ছিল বলেও জানান তিনি।

ঝাড়খণ্ডের ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ে হেমন্তকে পরামর্শ-চিঠি রাহুলের

রাঁচি, ১৭ অগস্ট: ঝাড়খণ্ডে ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যেই সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেএমএম-প্রধান হেমন্ত সোরেনকে চিঠি লিখলেন রাহুল গান্ধি। চিঠিতে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের দাবিদাওয়াকে 'ন্যায়সঙ্গত' বলে জানিয়েছেন রাহুল। একই সঙ্গে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে জোটশরিক হেমন্তকে কংগ্রেস নেতার পরামর্শ, 'প্রতিবাদী পড়ুয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিজে কথা বলুন।'

ঝাড়খণ্ডে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ লাগাতার আন্দোলন চলছে ছাত্র-যুবদের। রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কুশপুতুল দাহ করা হয় রাঁচিতে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, জেএমএম-কংগ্রেস জোট সরকার তাদের দাবিগুলির প্রেক্ষিতে কোনও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ করছে না। এ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে হেমন্তের ইস্তফার দাবি তুলছেন তাঁরা। আগামী বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার ২৪তম দিনে পড়েছে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রবিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। তবে জট কাটেনি। আন্দোলনকারীদের মূল দাবিগুলি ঘিরে জটিলতা কাটেনি এখনও। এখনও অমীমাংসিতও রয়ে গিয়েছে তাঁদের মূল দাবিগুলি; সিবিআই তদন্ত এবং জেপিএসসি পরীক্ষা বাতিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শনিবারই কংগ্রেসের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবরা। তাঁদের দাবি, ঝাড়খণ্ডের শাসকজোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করুক কংগ্রেস। অন্য দিকে, যন্তর মন্তরের ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ে সরব হলেও ঝাড়খণ্ডের ঘটনায় রাহুল কেন চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি এবং এনডিএ-র অন্য দলগুলি। এই আবহে রাহুলের এই চিঠিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, 'ভারতের সংবিধান শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার দিয়েছে। কংগ্রেসও তাতে বিশ্বাস রাখে। আমরা তাই শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম এবং প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের প্রতিবাদকে সমর্থন করছি।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমাদের এ-ও বিশ্বাস যে, বিজেপি আর আরএসএস দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শোষণের হাতিয়ার করে তুলেছে। এটা আর জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা নেই।' চিঠির এক অংশে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রবিক্ষোভ নিয়েও নিজের অবস্থান জানিয়েছেন রাহুল। তিনি লেখেন, 'রাজ্যের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়ারা প্রতিবাদ করছেন।

৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৩

জাকার্তা, ১৭ অগস্ট: শনিবারের ভূমিকম্পের ভয়াবহতা কাটতে না কাটতেই ফের কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। দু'দিন কাটার আগেই সোমবার ভোরে ফের ভূমিকম্প। জার্মানির রিসার্চ সেন্টার সূত্রের খবর, রিখটার স্কেলে সোমবারের ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫.৯। ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস অঞ্চল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ব নুসা টেঙ্গারায় ৯০০টিরও বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আরও ৪৫০টি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত, এর ফলে প্রায় ৫,০০০ মানুষের আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার দুর্যোগ প্রতিরোধ বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন, শুধুমাত্র ফ্লোরেস অঞ্চলেই অন্তত ২৪১টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সকালে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ফ্লোরেন্স প্রদেশের ৬টি এলাকা। রবিবার উদ্ধারকর্মীরা রাত পর্যন্ত আরও ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যার ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩। অন্যদিকে বাড়ি-ঘর হারিয়ে হাজার হাজার মানুষ এখনও খোলা আকাশের নিচে এসে পড়েছেন। ছয়টি জেলায় ধ্বংসস্তুপের নিচে কেউ চাপা পড়ে আছে কি না, তা খুঁজতে উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি জেলা;মাঙ্গারাই, পূর্ব মাঙ্গারাই এবং নাগেকিওয়েয়ের উপর বিশেষ নজর রয়েছে প্রশাসনের।

জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে শিশু নিগ্রহের কনটেন্ট। বিষয়টি নিয়ে এবার নরেন্দ্র মোদী সরকারের জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি এবং আইন ও বিচার মন্ত্রককে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

মামলাকারী তাঁর আবেদনে অভিযোগ করেছেন, শিশু নিগ্রহের ছবি বা ভিডিও নজরে এলেও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ বা পুলিশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তা জানাচ্ছে না। পরিবর্তে তারা আমেরিকার 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেড চিলড্রেন'কে জানাচ্ছে।

কিন্তু ভারতের পকসো আইন অনুযায়ী, শিশুদের উপর যৌন অপরাধের তথ্য পেলে পুলিশকে তা জানানোর আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবেদনে শিশু নিগ্রহ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলি শিশু নিগ্রহের কনটেন্ট নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করারও দাবি জানিয়েছেন মামলাকারী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BONGAON MUNICIPALITY

Name of Work: Estimate for Proposed ground floor at new market in Ward No.- 14, under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/18/BM/2026-27/PWD(3rd Call), Date: 17.08.2026
Tender ID: 2026_MAD_1038455_1
1. Bid Submission Start date- **17.08.2026 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **24.08.2026 at 02.00 PM.** 3. End date- **01.09.2026 at 6.55 PM.** 4. Bid opening date- **05.09.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no. WBMAD/CM/AMRUT 2/RS/NIT-2/2026-27 & Tender Id. 2026_MAD_5018935_1, 2026_MAD_5018935_2, 2026_MAD_5018935_3, 2026_MAD_5018935_4, 2026_MAD_5018935_5, 2026_MAD_5018935_6, 2026_MAD_5018935_7 & 2026_MAD_5018935_8** for restoration of Bituminous Road at different zones under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Short Notice Inviting Bid (Offline) No: 17 of 2026-2027 of the Executive Engineer, Asansol Division, PWD. Executive Engineer, Asansol Division, P.W.D. invites offline Short NIB for Urgent erection of temporary infrastructure of kitchen, Dining etc. at Maining College Hostel, Girjapara in connection with WB Assembly Election 2026 for CAPF / Tac under Raniganj P.S under Asansol Division, PWD. Last date & time for receipt of application for permission for Participating in the tender - 18.08.2026 up-to 11.00 AM. Intending Bidders are requested to visit the website https://www.pwdwb.gov.in or the office of the undersigned for more details. Corrigenda if any will be published in website only.
Sd/-
EE,
PWD, ASANSOL DIVISION

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TEDNER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWSD-III/AE/eNIT-07/2026-2027
Corrigendum regarding extension of important dates for the work under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-III, PWD. Tender Id: 2026_WBPWD_5018260_1 to 2026_WBPWD_5018260_6. Bid Submission Start Date (Online) : 17.08.2026 from 1:00 P.M. End Date: 27.08.2026 at 3:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Kolkata West Sub-Division-III, Govt. of West Bengal.
ICA- T15515(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Addendum & Corrigendum of e-NIT No.: 08/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027
Tender ID: - 2026_KMDA_1035007_1
With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of Online Bid submission is 22.08.2026 at 15:00 hrs. instead of 10.08.2026, 15.00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-411)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T15481(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Kalyani Sub - Division Housing Directorate, has invite a Date Corrigendum Notice for e-NIT. No. 03 of 2026-27/2nd Call, Tender ID: 2026_HSD_5017932_1 for Emergent Roof Treatment work by 3mm thick APP at block-E type C1 at RHE Kalyani. The Last date Bid Documents Download & Submission has been Extended upto 25.08.2026 up to 3:00 PM. Details will be seen from the office notice board on any working days within office hours and from website https://tenders.wb.gov.in.
Sd/- S. Pramanik, Assistant Engineer
Kalyani Sub-Division, Housing Dte
ICA- T15523(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
1) NIT No. SDB/AGRIL./MS AND PD/-01(e)/2026-27
2) NIT No. SDB/AGRIL./MS ANDPD/-02(e)/2026-27
E-tender is hereby invited by the Additional Director of Agriculture(P), Sundarban Development Board for the supply of Agro Shade Net & Elephant Foot Yam seeds from bonafide and resourceful organizations for distribution to the small & marginal farmers of Sundarban region of West Bengal. The Documents download start date is 19.08.26 from 11:00 AM. last date for submission of online tender is 08.09.26 upto 05:00 P.M. Details available at the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Addl. D.A(P); Sundarban Dev. Board.
ICA- T15516(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-16/2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 20.08.2026 from 12:30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 27.08.2026 from 12:00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5018771_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.
ICA- T15491(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ31/2nd/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018825_1. Name of Work : **Providing dedicated skill manpower for data entry, maintenance and troubleshooting of computer and accessories at the office of the Assistant Engineer, High Court Electrical Sub-Division, P.W.Dte. (For One Year).** Bid Submission End Date : 26/08/2026 up to 15-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T15487(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : **NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ32/2nd/26-27.** Tender ID : **2026_WBPWD_5018846_1.** Name of Work : Annual Comprehensive Maintenance, Operation and servicing of 4.0 Tr. Air- Cooled ductable split type Air Conditioning units installed at basement & Commercial Registrar Office of Centenary Building incl. 2/2.2/1.5/1.0 Tr split type Air-conditioning units installed at Sesqui-Centenary Building, High Court, Kolkata. (For One year). Bid Submission End Date: 28/08/2026 up to 12-00 hrs.; Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T15486(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 25/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5018787, Date: 14.08.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 18.08.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 25.08.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date : 27.08.2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T15503(1)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
হেলথ ডিপার্টমেন্ট
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত সংশোধনী নোটিশ
কমিশনার, এইচ এম সি নিম্নোক্তর জন্য সংশোধনী আহ্বান করছেন

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	সংশোধনী নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	এইচএমসি অধীনে ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২০২৬ এবং ২০২৭ সালের জন্য (০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭, ২৬দিন/মাস, মোট ৩১২ দিন) ২৩৬ জন স্প্রে ম্যান ওয়ার্কার সরবরাহ।	NIT No:- WB/ HMC/ TN/H- 114/26-27 তারিখ ০৪.০৮.২০২৬	NIT No:- WB/ HMC/TN/H- 121/26-27 তারিখ ১৪.০৮.২০২৬	০৭.০৯.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৫২(৩)/২৬-২৭
১৭.৮.২৬
কমিশনার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (CFCG Fund) থেকে দরপত্র আহ্বান করছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
ধন্যবাদান্ত
প্রধান, কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory Body of the Government of West Bengal)
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
Publication of Abridge Notice
Notice No.: ADDA/ASL/807/E-1456814 Dt. 14.08.2026
The Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) is publishing a public notice amending the Development Control portion of the LUDCP. Objections can be submitted in writing within 60 days from the date of publication of the notice in the Kolkata Gazette Extraordinary. Details of the notification are available at the offices of the CEO, ADDA, in Asansol and Durgapur, and on the official websites of the UD&MA, GoWB (https://udma.wb.gov.in/), and ADDA (https://addaonline.in/) for public scrutiny.
Sd/-
CEO, ADDA

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No. KMDA/HOUSING/EE/DIV-I/Circle V (BSUP)/NIT-04/2026-2027
Online e-tender is invited by the Executive Engineer, DIV-I, Circle V (BSUP), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT) 1st Floor, Block-A, Unnayan Bhawan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata- 700091 from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Providing of one Lift Man for twelve months at Ahindra Mancha, Chetla under Scheme 106, Kolkata-700027., Rs.2,13,893/- (Including GST & LWC), Rs.4,280/-, 12 months, **Last date & time for online Tender Submission:** 25.08.2026, Time: 15.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-399)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T15479(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works : "Annual Comprehensive Preventive & Corrective maintenance contract for different types of Utility Items at Bijan Bhawan, Salt lake, Kolkata-97 For the period of 1(One) year." Tender No : **WBPWD/EE/BED/e-NIQ-86/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5017699_1. Bid submission Closing Date (Online) :** 14.08.2026 up to 15:00 Hrs. & 25.08.2026 up to 15:00 Hrs. **Technical Bid Opening Date** : 17.08.2026 at 15:05 Hrs. & 27.08.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD.
ICA- T15510(1)/2026

ময়দান

মানব-জাদেজার স্পিন জালে নাজেহাল শ্রীলঙ্কা! চোখরাঙানির মাঝেও জয়ের পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার গলে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ভারত এখন চালকের আসনে থাকলেও ম্যাচের সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তার নাম বৃষ্টি। তিন দিনের খেলা শেষে ভারতের অবস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রথম ইনিংসে ৪৬২ রান তোলার পর শ্রীলঙ্কাকে ২৮৪ রানে গুটিয়ে দিয়ে ভারত ১৭৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়েছে। তবে তৃতীয় দিনের শেষদিকে বৃষ্টির কারণে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরুই করা সম্ভব হয়নি। হাতে এখনও দু'দিন সময় থাকলেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভারতীয় শিবিরের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, যদি বৃষ্টি নিয়মিত বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যেতে পারে। আর এই টেস্টে জয় হাতছাড়া হলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইও কঠিন হয়ে উঠবে।

ভারতের প্রথম ইনিংসে ব্যাটারদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে দেবদত্ত পাড়িক্কল অসাধারণ ধৈর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ১৬৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ১৫টি চার ও একটি ছক্কা। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং করে তিনি শ্রীলঙ্কার বোলারদের চাপে রাখেন। অভিজ্ঞ কেএল রাহুলও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ৮২ রান করেন। অন্যদিকে তরুণ ধ্রুব জুরেল দ্রুত রান তুলে দলের স্কোরকে আরও শক্তিশালী করেন। মাত্র ৬৮ বলে ৫১ রানের ইনিংসে তিনি চারটি চার ও একটি ছক্কা হাঁকান। এই তিন ব্যাটারের পারফরম্যান্সেই ভারত বড় সংগ্রহ গড়ে তোলে।

শ্রীলঙ্কার হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন প্রভাত জয়সূর্য। তিনি ১০৯ রান খরচ করে চারটি উইকেট নেন। যদিও ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটের সামনে অন্য বোলাররা খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেননি। তবে ভারতীয় দল আরও আগে ইনিংস ঘোষণা করতে পারত কি না, সেই প্রশ্নও ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উঠেছে। কারণ তৃতীয় দিনের শুরুতে ভারত মাত্র দুই রান যোগ করেই অলআউট হয়ে যায়। অনেকের মতে, আরও আগে ডিক্লেয়ার করলে ভারত শ্রীলঙ্কাকে অতিরিক্ত কিছু ওভার খেলাতে পারত।

শ্রীলঙ্কার ইনিংসের শুরুটা ছিল হতাশাজনক। নতুন বলে মহম্মদ সিরাজ দ্রুত প্রথম ধাক্কা দেন। এরপর স্পিনার মানব সুথার দুর্দান্ত বোলিং করে একের পর এক উইকেট তুলে নেন। তাঁর ঘূর্ণিতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইনআপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে লাঞ্চের পর ম্যাচের চিত্র কিছুটা বদলে যায়। সোনাল দিনুষা ও নিরোশান ডিকওয়েল্লা দুর্দান্ত লড়াই করেন। তাঁরা ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাটিং করে ভারতীয় বোলারদের হতাশ করেন এবং বড় জুটি গড়ে তোলেন।

দিনুষা অসাধারণ একটি শতরান করেন। ১৬৮ বল মোকাবিলা করে তিনি ১০০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও দুটি ছক্কা। অন্যদিকে ডিকওয়েল্লা ৮০ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন। তাঁদের জুটির কারণে একসময় মনে হচ্ছিল শ্রীলঙ্কা হয়তো আরও বড় স্কোরের দিকে এগোবে। কিন্তু টি-বিরতির পর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ডিকওয়েল্লাকে ফিরিয়ে সেই জুটি ভাঙেন। এরপরই শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ধসে পড়ে। ২৩৬ রানে ছয় উইকেট থাকা দল শেষ পর্যন্ত ২৮৪ রানেই অলআউট হয়ে যায়।

ভারতের বোলারদের মধ্যে মানব সুথার সবচেয়ে সফল ছিলেন। তিনি ৭৬ রান দিয়ে চারটি উইকেট দখল করেন এবং মাঝের সারিকে ভেঙে দেন। পাশাপাশি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাও নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখেন। তিনি ৫৭ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন। এই তিন উইকেটের সুবাদে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা ৩৫০-এ পৌঁছায়। শুধু তাই নয়, টেস্টে তাঁর চার হাজারের বেশি রানও রয়েছে। ফলে তিনি ভারতের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ৪০০০ রান ও ৩৫০ উইকেটের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সেমিতে মোহনবাগান, শেষ দিন জামশেদপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে জামশেদপুর এফসিকে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। জমশেদপুর এফসি-কে ৯-৮ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত এই ম্যাচের নির্ধারিত সময় ১-১ গোলে শেষ হয়। মোহনবাগানের পক্ষে সাহাল আব্দুল সামাদ এবং জামশেদপুরের পক্ষে দেবেন্দ্র মুরগাঁওকর গোল করেন। এরপর একটি দীর্ঘস্থায়ী টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নেয় মোহনবাগান।

টাইব্রেকারের লড়াই গড়ায় সাডেন ডেথ পর্যন্ত, যেখানে দু'দলের প্রথম ১৬টি শটই গোলে রূপান্তরিত হয়। সাডেন ডেথের চতুর্থ কিকে লমসাংজুয়ালার শট রুখে দেন মোহনবাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ। এরপর টেকচাম অভিষেক সিং এসে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে সেমিফাইনালে পৌঁছে দেন। আগামী ২০ আগস্ট শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা সেমিফাইনালে বিজয়ী দল মুখোমুখি হবে শিলং লাজং এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মধ্যেকার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ী দলের। ম্যাচের শুরুটা ভালো করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, দ্বিতীয় মিনিটেই লিড নেয় তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

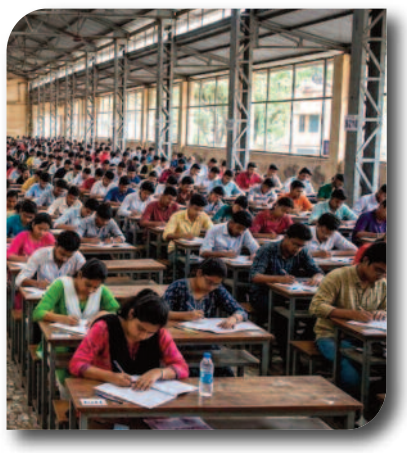

হাতের মুঠোয় মিসলেনিয়াস

খুব শীঘ্রই হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা। কী ভাবে পড়লে সাফল্য আসবে হাতের মুঠোয়? কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব কতটা দেবে? কেমন হবে তোমার স্মার্ট স্ট্র্যাটেজি? বিগত বছরগুলির প্রশ্নপত্রের ধরন ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করে জানালেন; ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক **অনিন্দ্য কিশোর**।

'যা! এবারও হল না!' পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এমন আক্ষেপ কি তোমারও হয়? পড়ে গেলে ইতিহাস, আর প্রশ্ন এল ভূগোলের গভীরে! বিজ্ঞান আশা করে দেখলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ছড়াছড়ি! আসলে, সরকারি চাকরির এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে স্রেফ অন্ধের মতো পড়ে গেলে চলে না।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই মেগা ফাইট জেতার একটাই 'ম্যাজিক মন্ত্র'; বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস এবং সেই অনুযায়ী স্মার্ট স্ট্র্যাটেজি!

বিগত ৯ বছরের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস

মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ১০০টি প্রশ্নের বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমবঙ্গ পিএসসি-র একটি নির্দিষ্ট কিন্তু বৈচিত্র্যময় প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। নীচের সারণিতে বিগত ৯ বছরে (২০০৬ সাল থেকে ২০২৩ সাল) প্রশ্নসংখ্যার রেঞ্জ এবং গড় চিত্র তুলে ধরা হল।

পরীক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার স্ট্র্যাটেজি

এই গড় প্রশ্নসংখ্যার ডেটা থেকে স্পষ্ট যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে কোন বিষয়গুলিতে কতটা সময় বিনিয়োগ করতে হবে, তার একটি নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা সম্ভব।

পাটিগণিত, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সাফল্যের ট্রায়াঙ্গল

গড় হিসাব বলছে, ১০০টির মধ্যে প্রায় ৬০টি প্রশ্ন (পাটিগণিত ২৫টি, বিজ্ঞান ২০টি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৫টি) শুধুমাত্র এই তিনটি বিভাগ থেকেই আসে।

■ **পাটিগণিত:** প্রতি বছর নিশ্চিত ভাবে ২৫টি প্রশ্ন আসে। এটি সব থেকে নির্ভরযোগ্য স্কোরিং জায়গা। অনুপাত, শতকরা, লাভ-ক্ষতি, সময়-কার্য এবং সরল সুদের মতো চ্যাপ্টারগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো। এখানে ২৫-এ ২২ + স্কোর করাটা মাস্ট!

■ **বিজ্ঞান:** পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকগুলির ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন। রোগব্যাধি, পুষ্টি, আলো, শব্দ এবং রাসায়নিক যৌগের সাধারণ নামগুলো থেকে প্রশ্ন আসবেই।

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যার রেঞ্জ	গড় প্রশ্নসংখ্যা	গড় গুরুত্ব
পাটিগণিত	২৫	২৫	অত্যন্ত স্থির ও সর্বাধিক
সাধারণ বিজ্ঞান	১৫ থেকে ২২	২০	উচ্চ ও নির্ণায়ক
ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৫ থেকে ২০	১৫ (প্রায়)	মিসলেনিয়াসের 'গেম চেঞ্জার'
সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	২ থেকে ১৫	৯	পরিবর্তনশীল
ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম	৪ থেকে ২২	৯ (প্রায়)	পরিবর্তনশীল
ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল	৬ থেকে ১২	৮	মাঝারি
ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি	৪ থেকে ৮	৬ (প্রায়)	মাঝারি ও স্থির
স্ট্যাটিক জিকে ও বিবিধ	২ থেকে ১০	৫ (প্রায়)	মাঝারি
পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র	১ থেকে ৪	২ (প্রায়)	স্বল্প কিন্তু আবশ্যিক
ভারতের অর্থনীতি	০ থেকে ২	১ (প্রায়)	অতি স্বল্প

■ **ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি:** অন্যান্য পরীক্ষার থেকে মিসলেনিয়াসকে আলাদা করে এই অংশটিই। বিগত ৯ বছরের গড়ে এই অংশটি ১৫ শতাংশ নম্বর বহন করেছে। দেশি-বিদেশি সাহিত্য, স্রষ্টা, কালজয়ী চরিত্র (যেমন- ফেলুদা, ব্যোমকেশ, ঘনাদা), ছদ্মনাম এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যিক।

ইতিহাস ও ভূগোলের গতিপ্রকৃতি

গড় হিসাবে ইতিহাস এবং ভূগোল থেকে ৮টি করে প্রশ্ন আসে। তবে ২০২৩ সালের প্রশ্নপত্রে ইতিহাস থেকে ২২টি এবং ভূগোল থেকে ১২টি প্রশ্ন এসেছে! পিএসসি-র এই প্যাটার্ন পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, গড়ের ওপর নির্ভর করলেও ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (গান্ধী যুগ, বিপ্লবী আন্দোলন) এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের (নদনদী, মৃত্তিকা, পাহাড়) খুঁটিনাটি খুব ভাল ভাবে আয়ত্ত করে রাখতে হবে।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও স্ট্যাটিক জিকে

গড়ে ৯টি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ৫টি স্ট্যাটিক জিকে-র প্রশ্ন আসে। খেলাধুলো (বিশেষ করে গ্র্যান্ড স্লাম, বিশ্বকাপ), আন্তর্জাতিক পুরস্কার (নোবেল, অস্কার), বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নানা খবরের ওপর পিএসসি-র বিশেষ নজর থাকে। বিগত এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একটি নিজস্ব নোটবুক তৈরি করা খুব কার্যকরী হবে।

টাইম ম্যানেজমেন্টের চাবিকাঠি

■ **সংবিধান:** গড়ে ৬টি প্রশ্ন আসে। যা মূলত মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি, রাষ্ট্রপতি এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি থেকে করা হয়।

■ **পরিবেশ ও অর্থনীতি:** গড়ে ১ থেকে ২টি প্রশ্ন আসে। অর্থনীতি থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসার প্রবণতা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই এই দু'টি বিষয়ে খুব বেশি সময় না দিয়ে, সেই সময়টি বিজ্ঞান বা পাটিগণিতে বিনিয়োগ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মক টেস্ট ও নেগেটিভ মার্কিং-এর ফাঁদ

সবশেষে মনে রাখতে হবে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং একটা বড় ফ্যাক্টর। অনেক সময় জানা প্রশ্নের উত্তরও পরীক্ষার হলের চাপে ভুল হয়ে যায়। তাই, অন্তত ২৫টি পূর্ণাঙ্গ মক টেস্ট ঘড়ি ধরে দেওয়া বাধ্যতামূলক। এতে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং নেগেটিভ মার্কিং এড়ানোর কৌশল আয়ত্ত হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্য পেতে হলে পরীক্ষার্থীকে পাটিগণিত এবং সাধারণ বিজ্ঞান-এর ওপর নির্ভরতা তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং স্ট্যাটিক জিকে-র মতো বৈচিত্র্যময় তথ্য রাখতে হবে নখদর্পণে। ২০২৩ সালের আকস্মিক পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে, ইতিহাস ও ভূগোলের প্রথাগত প্রস্তুতিও সুদৃঢ় রাখতে হবে। অর্থনীতিতে কম সময় দিয়ে, সেই সময়টি বেশি নম্বর বহনকারী বিষয়ে বিনিয়োগ করাটাই হবে মিসলেনিয়াসের 'ম্যাজিক মন্ত্র'। ওপরের স্ট্র্যাটেজি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে, তুমিও হতে পারবে মিসলেনিয়াসের ম্যাজিসিয়ান!

সরকারি চাকরি, স্কুল কলেজে নিয়োগ এবং শিল্পে দক্ষ শ্রমিক নেওয়া হবে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

পশ্চিম বঙ্গে সরকার পরিবর্তন হতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের খতিয়ান চেয়ে পাঠিয়েছেন। এরমধ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য শিক্ষকপদও । আছে উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের করনিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীও। শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা আশায় বুক বাঁধতে পারেন । এবার আর আগের মতো চাকরি চুরির ভয় নেই বলেই মনে হয়। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা জনমানসে আশার সঞ্চার করেছে । তেমনি চাকরির পরীক্ষাগুলিও প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে সকলের প্রত্যাশা । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'ব্রেন ড্রেন' হতে দেবেন না । অর্থাৎ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের অন্য রাজ্যে বা বিদেশে যেতে দেবেন না । তাহলে এখন থেকে চাকরি প্রার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে পুরোদমে । ইতিমধ্যেই নতুন সরকার মোট শূন্য পদের সংখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন । সব ধরনের শূন্য পদ রয়েছে । যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে । দীর্ঘদিন পর সরকারি পদে চাকরির পরীক্ষা হতে চলেছে। গত পনেরো বছরে কয়েক লক্ষ পদ খালি হয়েছে । পূর্বতন তৃনমুল সরকার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের নামে কোটি কোটি টাকা চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে আদায় করেছে। কিন্তু তাদের চাকরি বাঁচাতে পারেনি। সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে । সেখানে যে সবাই টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ঐ নির্দেশে বহু যোগ্য প্রার্থীরও চাকরি চলে গেছে। কারণ হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও তা জমা না করায়। এছাড়াও পৌরসভা, দমকল এবং তৃণমূল সরকারের আমলে যেসব চাকরি হয়েছে , তার কোনো নিয়োগই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এমনকি সরকারি কলেজও এর বাইরে নয়।

এবার বাংলায় এসেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ইতিমধ্যেই তিনি বেকার সমস্যার ত্রিস্তরীয় সমাধানের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু সরকারি চাকরি দিয়ে এতো বেকারের সুরাহা করা যাবে না। তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের এক লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগের কথা বলেছেন । ইতিপূর্বেই তিনি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কাছে শূন্য পদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । তাই তার প্রথম লক্ষ্য সরকারি পদে নিয়োগ স্বচ্ছতার সাথে করা। এক লক্ষের মধ্যে অর্ধেক নেওয়া হবে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী । তাই যারা শিক্ষকতার মতো একটি পবিত্র পেশায় আসতে চান, তারা নিজেকে তৈরী করুন। বিজ্ঞানের জন্য অপেক্ষা নয় । তার প্রস্তুতি শুরু হোক আজই। আমরা সবাই আশা করছি পূর্বতন সরকারের মতো নিয়োগে দুর্নীতি হবে না । অতীতে যারা নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত , তারা সবাই হয় জেলে, নইলে জামিনে বাইরে আছেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অপেক্ষায় আছি।

শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুল উঠে গেছে । আবার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগে অনেক শিক্ষক অবসর নেওয়ায় এবং ঐ বিষয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র ছাত্রীরা সমূহ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। ঐ বিষয়টি পড়ানোর কোনো শিক্ষক নেই। অর্থাৎ যে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ আছে , সেই স্কুলের রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, জীব বিদ্যার শিক্ষক অবসর নিলে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক বিহীন হয় পরে । একই ভাবে কলা বা বাণিজ্য বিভাগেও তাই । এরফলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ায় বিঘ্ন ঘটে । আবার স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে কোনো শারীর শিক্ষক নিয়োগ করাই হয়নি। তাই এবার উচ্চ মাধ্যমিকের যে বিষয়ের শিক্ষকগণ অবসর নিয়েছেন , আশা করা যায় তার পরিপূরক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে । একটা বিষয় অদ্ভুত লাগে, গত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বা সিলেবাস কমিটির সদস্যদের এই ধরনের চিন্তা ভাবনায়। তারা উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করলো অথচ শিক্ষক দেওয়া হলো না । এরকম দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আছে বলে জানা নেই। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হলো, কিন্তু কোনো শারীর শিক্ষার শিক্ষক দেওয়া হলোনা। এরা কারা ছিলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাথা? গত ১৫ বছরে শিক্ষা , স্বাস্থ্য , কর্মসংস্থান তলানিতে। তার প্রধান কারণ সঙ্কুচিত কর্মসংস্থান। স্বাস্থ্য দপ্তরেও নেওয়া হবে বহু স্বাস্থ্য কর্মী। তাই যারা নার্স , প্যাথোলজির বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তারাও আশায় বুক বাঁধতে পারেন । আর অবশ্যই নিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার শিক্ষক । তাই যারা শিক্ষকতায় আসতে চায়, তাদের নিজ নিজ বিষয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে । শুধু শিক্ষকতা নয় অন্য দপ্তরের জন্য চাই শূন্য পদ পূরণ । তাই সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেড়নোর আগে থেকেই নিজেক প্রস্তুত করুন। গতকাল মুখমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যে ত্রিস্তরীয় সমাধানের কথা বলেছেন , তার দ্বিতীয়টি হলো শিল্পে কর্মী নিয়োগ। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের খড়া কাটাতে উঠে পরে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তার শিল্প মন্ত্রী তাপস রায়। গত ১৫ বছরে কোনো শিল্প আসেনি রাজ্যে। তাই বড় বড় শিল্প এলে প্রয়োজন হবে দক্ষ শ্রমিকের । এভাবেও বহু বেকার ছেলেমেয়েরা তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া তিনি বলেছেন, বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা ব্যবসায় আসুক। সরকার তাদের অল্প সুদে ঋন দিয়ে স্বাবলম্বী করার সুযোগ দেবে। তাই বঙ্গে সরকার পরিবর্তন হতেই কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে চাকরি প্রার্থীদের।

খুঁটিপুজোর সঙ্গে শুরু মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজোর ৮৪তম বর্ষের কাউন্টডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ অগাস্ট ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে খুঁটিপুজোর আয়োজন করেছিল মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি। এবারের উত্তর কলকাতার এই পুজো পা দিল ৮৪ তম বর্ষে। প্রতি বছরই চালতাবাগান লোহাপট্টির খুঁটিপুজোতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় নক্ষত্রদের। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সংগীতশিল্পী বিক্রম ঘোষ, ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস্ট সুহেল শেঠ এবং বিধায়ক বিজয় ওঝাকে দেখা গেল এই পুজো কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ ভুতোরিয়ার সঙ্গে মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজোয় অংশ নিতে। সঙ্গে ছিলেন কমিটির পদাধিকারীরা সভাপতি অশোক জয়সওয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ বিহানি এবং সম্পাদক রাজেশ জয়সওয়াল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চালতাবাগান দুর্গাপুজোর উদ্বোধন কমিটি ২০২৬-এর সভাপতি এবং শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত শিশির বাজোরিয়াও।

চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজো কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ ভুতোরিয়া এদিনের এই খুঁটিপুজো সম্পর্কে জানান, 'দুর্গাপুজো বাংলার সমষ্টিগত কল্পনাশক্তির সবচেয়ে বড় প্রকাশ। খুঁটি পুজো থেকেই আমাদের বছর সত্যিকারের অর্থে শুরু হয়। ৮৪ বছর ধরে এই পুজো যতটা কমিটির, ততটাই এই পাড়ার। আর সেই যৌথ অধিকারবোধ সঙ্গে নিয়েই আমরা প্রস্তুতির আগামী মাসগুলিতে এগিয়ে চলি।'

এদিন এই খুঁটিপুজোয় উপস্থিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, 'খুঁটি পুজো সেই উৎসবের সূচনা, যা প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের। আমরা সকলে একসঙ্গে, ভালোবাসা আর সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে পুজো উদ্‌যাপন করব।' পাশাপাশি শিশির বাজোরিয়া জানান, 'এ বছরের দুর্গাপুজো হবে আলাদা। কারণ, এবারের পুজোয় 'সনাতনী আচার ও ঐতিহ্য'-এর সঙ্গে উৎসবের মেলবন্ধন দেখা যাবে। দুর্গাপুজো শুধুমাত্র উৎসব হিসেবে নয়, সনাতনী আচার ও ঐতিহ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপিত হবে। আমি আশা করি, আচার ও উৎসব দুই-ই অপূর্বভাবে পাশাপাশি চলবে, যাতে উৎসবের আধ্যাত্মিক নির্যাস এবং আনন্দ দুই-ই অক্ষুণ্ণ থাকে।' এর পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা জানান, 'এই বছর একটি নতুন সূচনার প্রতীক এবং গত ৫০ বছরে রাজ্যে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার থেকে সরে আসার রাস্তা আজ উন্মোচিত।'

বিদেশের সম্পদ ঘোষণা করার সুযোগ, ছোট করদাতাদের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশে থাকা অঘোষিত সম্পদ বা আয়ের তথ্য প্রকাশ করতে ছোট করদাতাদের জন্য নতুন স্বেচ্ছামূলক প্রকল্প চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার। আয়কর দপ্তর 'ফরেন অ্যাসেটস অফ স্মল ট্যাক্সপেয়ার্স ডিসক্লোজার স্কিম' নামে এই প্রকল্পের নিয়ম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। আগামী ১৬ অগস্ট ২০২৬ থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে এবং অনলাইনে ঘোষণার সুযোগ থাকবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য এমন করদাতাদের সুযোগ দেওয়া, যাঁরা বিদেশে থাকা নির্দিষ্ট সম্পদ বা আয় আয়কর রিটার্নে ঘোষণা করতে ভুল করেছেন। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, তরুণ পেশাজীবী, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তি এবং বিদেশে গিয়ে পরে ভারতে ফিরে আসা অনাবাসী ভারতীয়দের কথা মাথায় রেখে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আওতায় যোগ্য করদাতাদের অঘোষিত বিদেশি সম্পদ বা আয়ের মূল্যের উপর ৩০ শতাংশ কর দিতে হবে। এর সঙ্গে সমপরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে। ফলে কার্যকর মোট করের হার দাঁড়াবে ৬০ শতাংশ। ঘোষিত সম্পদের ন্যায্য বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হবে ৩১ মার্চ ২০২৬-এর ভিত্তিতে।

এই প্রকল্পে মূলত দু'ধরনের ঘোষণার সুযোগ রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, এমন বিদেশি সম্পদ বা বিদেশি আয়, যা আগে কখনও করের আওতায় আনা হয়নি, তার মোট মূল্য ১ কোটি টাকার বেশি হওয়া যাবে না। অর্থাৎ ছোট অঙ্কের অঘোষিত বিদেশি সম্পদ বা আয় থাকলে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে তা এর মাধ্যমে ঘোষণা করা যাবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রয়েছে এমন বিদেশি সম্পদ, যার অর্থ ইতিমধ্যেই কর দেওয়া আয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, অথবা সম্পদটি এমন সময়ে কেনা হয়েছিল যখন করদাতা অনাবাসী ছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আয়কর রিটার্নের বিদেশি সম্পদের নির্দিষ্ট সিডিউলে সেই সম্পদের তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। এই ধরনের ঘোষণার ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্যসীমা ৫ কোটি টাকা। এর জন্য ১ লক্ষ টাকা ফি দিতে হবে।

কেন্দ্রের দেওয়া উদাহরণ অনুযায়ী, কারও অঘোষিত বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মূল্য যদি ৬০ লক্ষ টাকা হয় এবং অঘোষিত বিদেশি আয়ের পরিমাণ হয় ২০ লক্ষ টাকা, তাহলে মোট ৮০ লক্ষ টাকার উপর কার্যকর ৬০ শতাংশ হারে ৪৮ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এর মাধ্যমে বৈধভাবে ঘোষণা করলে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বা আয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী কোনও কর বা জরিমানা এবং ব্ল্যাক মানি অ্যাক্ট-এর অধীনে মামলা বা শাস্তির হাত থেকে নির্দিষ্ট সুরক্ষা মিলবে।

তবে প্রকল্পটি সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করেই এই সুবিধা নেওয়া যাবে। বিদেশে থাকা অঘোষিত সম্পদ বা আয় থাকলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই নিয়ম মেনে ঘোষণা করা এবং প্রযোজ্য কর বা ফি জমা দেওয়াই হবে এই প্রকল্পের মূল শর্ত।

হ্যাকাথনে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উদ্ভাবনী লড়াই

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট সেলের উদ্যোগে এপিজে আবদুল কালাম কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল ২৪ ঘণ্টার জাতীয় স্তরের 'ওডু এক্স অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি হ্যাকাথন ২০২৬'। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। অনলাইন পর্বে প্রায় ১,৯০০ জন অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ২৭৭ জন চূড়ান্ত পর্বে জায়গা পান এবং প্রায় ২০০ জন ২৪ ঘণ্টার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। কার পুলিং ও ভাড়া পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান তৈরির চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক ড. সমিত রায় ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন দাস প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়। হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির টিম ১১ বিজয়ী হয়। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ও ইউইএম প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্স আপ হয়। দেওয়া হয় মোট ১.০৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার।

জাতীয় হ্যাকাথনে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক ড. সমিত রায় ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন দাস।